৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০১ সংখ্যা, ৩১ আশ্বিন – ০৬ কার্তিক, ১৪৩২ ঃ ১৮ অক্টোবর – ২৪ অক্টোবর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 01, 18 October - 24 October, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

জয় মা কালী

৬ এর পাতায়

৬০ বছরে পা দিল আলিপুর বার্তা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইচ্ছাপূরণ হল

না। এবছরের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াইকে স্বীকৃতি দিল নোবেল কমিটি।

রবিবার : এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ইলেকশন

রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও নিয়োগ হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হল কমিশনের তরফে। এ ব্যাপারে কমিশনে নালিশ জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার : দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে

গণধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতার বিবৃতি অনুযায়ী ৩ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ওই ঘটনায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্ব এড়াতে পারে না বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের আগাম জামিন

সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেও রাজীব কুমারকে ৪৮ ঘণ্টার নোটিশে সিবিআই আধিকারিকরা জেরা করতে পারবেন বলে জানালো সুপ্রীম কোর্ট।

বুধবার : আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অন্ধ্রপ্রদেশের

বিশাখাপত্তনমে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১,৩৩,১৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এআই তথ্যকেন্দ্র তৈরি করবে গুগল। এমনটাই ঘোষণা করল এই মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা।

বৃহস্পতিবার: মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে ফাঁসি দেওয়াই ভারতে

নিয়ম। কিন্তু তাকে আরও মানবিক করতে ইনজেকশন দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা চলছে। সরকার বিরোধিতা করেছে। শীর্ষ আদালতের আধুনিক হতে অনুরোধ।

শুক্রবার: রাজ্যের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে অবৈধ বাজি তৈরী ও বিক্রি

বন্ধে কি পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। ছুটির পর কোর্ট খুললে বায়ু দূষণের রিপোর্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে পেশ করতে হবে আদালতে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর

স্রেফ হাওয়া গরমের রাজনীতি চলছে

ওঙ্কার মিত্র

ভারতে ভোটার তালিকা পরিমার্জন একটি সরকারি বিধিবদ্ধ কাজ। সংবিধানের নীতি মেনে এই কাজের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। এই পরিমার্জন কখন বিশেষ হবে বা কখন নিবিড় হবে তা ঠিক করেন কমিশনের কর্তারা। কেউ না চাইলেও বা কেউ পছন্দ না করলেও নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কাজ হবেই। কারণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থার ভোটার তালিকা হল প্রথম ভিত্তি। একে স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন রাখাটাই সকল ভোটারের দায়িত্ব। যারা ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তারা জানেন স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই স্বচ্ছ নির্বাচনের গ্যারান্টি।

এই কথা অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতারা জানেন না এমন নয়। কিন্তু ভোটের বাজারে একে চাপে রাখার

> ‘’ ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনীতির এত আস্ফালন শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের লড়াই। এর সঙ্গে জনকল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই।

কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে বাংলার যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি। সব কটি দলের শীর্ষ নেতাদের রণংদেহি আচরণ সুযোগ করে দিচ্ছে সেই সব নেতাদের যারা বাংলার ধারাবাহিক নির্বাচনী সন্ত্রাসের আবহে বড় হয়ে উঠেছে। এদের কাছে শালীনতা, সংযত বাক্য প্রয়োগ দুর্বলতার প্রতীক। এদের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা এতটাই কম যে কুবাক্য না বললে, হুমকি না দিলে রাজনীতিতে এদের টিকে থাকা মুশকিল। শীর্ষ নেতৃত্বও এদের মদত দেয় যেনতেন প্রকারে নির্বাচনী তরী পার করার আশায়। এককে সময় এমন মনে হচ্ছে যে বাংলার আগামী নির্বাচনে যেন রাজনৈতিক দল নয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চলেছে কতগুলি সমাজবিরোধী গোষ্ঠী।

অথচ সবাই জানে সরকারি অফিসাররা যদি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে সঠিকভাবে কাজ করেন তাহলে একটি প্রকৃত নামও বাদ যাবে না।

এরপর দুয়ের পাতায়

চালু হল না সেলিং হাব ক্ষুব্ধ বাজি ব্যবসায়ীরা

পার্থ কুশারী : বারুইপুরের কাটাখাল–উত্তরভাগ বাইপাসে ২০২৪ সালে শিলান্যাস হয়েছিল আতসবাজি বিক্রির জন্য সেলিং হাবের। ৪৮০ টি সবুজ বাজি বিক্রির দোকান নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে মাত্র ৪২টি দোকান তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা চালু না হয়ে পড়ে আছে। বাকি দোকানও কবে তৈরি হবে তাও জানেন না ব্যাবসায়ীরা। তাঁরা বেজায় ক্ষুব্ধ। এই প্রসঙ্গে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার অবশ্য বলেন, বিষয়টি নজরে আছে। আমরা দেখছি। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বেগমপুর পঞ্চায়েতের কাটাখাল –উত্তরভাগ বাইপাসে খালের ধারে দুই কোটি

৪৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা অর্থে এই সেলিং হাব নির্মিত হচ্ছে। গত বছর উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়াতে এর শিলান্যাশ করেছিলেন। তার কয়েক দিনের মধ্যেই তড়িঘড়ি কাজ শুরু যায়। কয়েকটি দোকান তৈরি হয়ে রঙও হয়ে গিয়েছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

৬০ হীরক জয়ন্তী

শুভেচ্ছা

১৩ অক্টোবর, ২০২৫ আলিপুর বার্তা পা দিয়েছে ৬০ বছরে। যাদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই পথ চলা সম্ভব হত না এই হীরক জয়ন্তীর পুন্যলগ্নে সেই পাঠক, বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভনুধ্যায়ীদের আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। এই সঙ্গে প্রার্থনা করি আগামী কালীপুজো, দীপাবলি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব সকলের জীবনে নিয়ে আসুক সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দ। সকলের চৈতন্য জাগ্রত হোক।

–সম্পাদক

বিশেষ ক্রোড়পত্র

৬০ বছরে পা রেখে কিছু স্মৃতিকে ফিরে দেখা এবং আগামী কিছু স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখতে দু পাতার বিশেষ ক্রোড়পত্র পাঠকদের জন্য রইল এবারের ৪ ও ৫–এর পাতায়।

ছুটি

আগামী ২০ অক্টোবর কালী পুজো, দীপাবলী এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে আলিপুর বার্তার সকল বিভাগে ছুটি থাকায় আগামী ২৫ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৩১ অক্টোবর থেকে যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

গাইঘাটায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

কল্যাণ রায়চৌধুরি : আগামী ছাব্বিশেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে অনেক আগে থেকেই জাল বা ভুয়ো পরিচয়পত্র বা নথি নিয়ে বহু খবর প্রকাশ হয়েছে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখন উত্তাল। এই আবহাওয়া উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় জাল নথি তৈরি করে ভারতে বসবাসকারী এক বাংলাদেশী নাগরিকের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। যা নিয়ে গাইঘাটা থানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জানা যায় এই অভিযোগ নাম রয়েছে মোট ৮ জনকে। তবে মূল অভিযুক্ত হরিচাঁদ মণ্ডল বাস করেন গাইঘাটা থানার মুরালডাঙ্গা গ্রামে। তার স্থায়ী ঠিকানা বাংলাদেশের সাতক্ষীরায়। হরিচাঁদ মণ্ডলের প্রথম

স্ত্রী তহমিনা খাতুনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে হরিচাঁদ মণ্ডল দ্বিতীয় বিয়ে করে পূজা রায় নামে এক বাংলাদেশী মহিলাকে, তারও ভিসার মেয়াদ শেষ। এখানে কিছু ভারতীয় দালাল তাদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড তৈরিতে সাহায্য করেছিল ইতিমধ্যেই হরিচাঁদ মণ্ডলকে ফরেনার্স অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। আরো এই ঘটনার সঙ্গে কারা কারা যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ চলছে পাশাপাশি হরিচাঁদ মণ্ডলের মতো আরো যেসব বাংলাদেশের রয়েছেন আশেপাশে তাদের কে বা কারা জাল আধার কার্ড ভোটার কার্ড ইত্যাদি নথি তৈরি করে সাহায্য করছে পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে বলে জানাই সংশ্লিষ্ট থানা।

নানা প্রতিকূলতার কারণে এখনো জমেনি বাজি বাজার

কুনাল মালিক : কালীপুজো হাতে গোনা আর কদিন বাকি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা–বজবজ এলাকার অতি জনপ্রিয় এবং পরিচিত বাজি বাজার এলাকায় গিয়েও সেভাবে বাজি বাজার জমতে দেখা গেল না। চিংড়িপোতা, বলরামপুর, পুটখালী এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে ঘরে ঘরে বাজি তৈরি এবং বিক্রি হয়। কলকাতা ও মফস্বলের মানুষজন এখানে ভিড় জমান নানা রকমের বাজি কেনার জন্য। এই ভিড় এখনও সেভাবে না জমার কারণ কি জানার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম প্রদেশ আতশবাজি

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্করের কাছে। মূল বাজার এলাকা থেকে রাস্তার ডান দিক ধরে অনেকক্ষণ যাবার পর জঙ্গলে ঘেরা একটি পুকুরের পাড়ে তার ফ্যাক্টরিতে তখন ব্যস্ত ছিলেন শুকদেব নস্কর। চোখে পড়লো পাশেই ফুলঝুরি, রং মশাল, চরকি প্যাকেট বন্দি করছেন মহিলা কর্মচারীরা। শুকদেববাবু জানালেন, তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে সম্প্রতি আজকেই তার ঘাট কার্য সম্পন্ন হয়েছে। তিনি তাই একটু ব্যস্ত আছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

সূর্যের মুখ দেখেন না দেবীনগরের কালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালী পূজার রাতে সন্ধ্যার পর মায়ের মূর্তি বানিয়ে সেই শ্যামা মায়ের পূজা করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মাকে বিসর্জন দেওয়ার রীতি আজও নিয়ম মেনে হয়ে আসছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের দেবীনগরে। শ্যামা মা এখানে সূর্যের মুখও দেখেন না। এই ভাবেই রায়গঞ্জের দেবীনগরে আনুমানিক ৫০০ বছর ধরে এই পূজা হয়ে আসছে। বর্তমানে জমিদারদের অধীনে না থেকে এই পূজা বর্তমানে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তারা করে থাকেন।

কথিত আছে, একসময় এই পূজার সূচনা করে ছিলেন ডাকাতরা। পরে সেই পূজা বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীতে অধুনা বাংলাদেশের জমিদার

গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের হাত ধরেই এই পুনরায় মায়ের পূজা শুরু হয়। দেবীর স্বপ্নাদেশে মন্দির নির্মাণ হলেও এই মন্দিরের মাথার উপর কোনও ছাদ নেই, খোলা আকাশের নীচে পূজিতা হন মা। পূজার দিন রাতে মায়ের প্রতিমা তৈরি করা হলে মাকে প্রচুর অলংকার দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়ে থাকে।

পূজায় অন্ন ভোগ হয় না। বৈষ্ণব মতে এই পূজা হয়ে থাকে। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরশংকর মিত্র জানান, ‘সাধারণ মানুষের দাবি মেনেই বলি প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও রকম চাঁদাও তোলা হয় না, মায়ের দানপাত্রে সারা বছর যে প্রণামি পরে সেটা দিয়েই পূজা করা হয়।’ পূজা কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘প্রায় ৫০০ বছর আগের মায়ের এই পূজা দর্শন করতে বহু দূর দূর থেকে দর্শনার্থীরা এখানে আসেন। এই পূজাকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা এখনও এই মুহূর্তে ভীষণ ভাবে দেখা যায়।’

১৯ সেন্টিমিটারের মা কালীর আরাধনায় ব্যস্ত মাধব

সুভাষ চন্দ্র দাশ : আদি গঙ্গার ধারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান সংলগ্ন গ্রামে বসবাস করে মাধব ওরফে দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। মাত্র ১৯ সেন্টিমিটারের পাথরের তৈরি কালি প্রতিমা পুজো করে আসছেন দীর্ঘ প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে। এই পুজোর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে এক জটিল রহস্য। দু–নয়নের অশ্রু ফেলতে ফেলতে সেই রহস্য উন্মোচন করলেন মাধব। পেশায় ব্রাহ্মণ। যাজনিক ক্রীয়াকর্ম করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁর গুরুদেব ছিলেন স্বর্গীয় রামচন্দ্র ধর। তবে শত বিপদেও গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে আজও পালন করে চলেছেন ৫০ ছুঁই ছুঁই মাধব। প্রায় ১৬ বছর আগে নিজের দিদি রত্না চক্রবর্তী ১৯ সেন্টিমিটারের পাথরের কালী মূর্তি নিজের বাড়িতেই পুজো করতেন মহা ধূমধাম করে। তখন অবশ্য কালিঘাটের আদি গঙ্গা তীরবর্তী চেতলা এলাকায় বসবাস করতেন। কিছুদিন পর বারুইপুরের ফুলতলা এলাকায় চলে আসেন। তবে পুজো

বন্ধ হয়নি। চেতলার বাড়িতে যে ভাবে মায়ের আরাধনা চলতো সেই ভাবেই চলতে থাকে ফুলতলার বাড়িতেও। ইতিমধ্যে বছর পাঁচেক পর সংসারে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। একের পর এক বিপদ হতে থাকে। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পরিবারের সকলের মতে পুজো বন্ধ করে প্রতিমা কালিঘাটের আদি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দিদির বাড়ির এমন ঘটনা জানতে পারেন মাধব। তিনি দিদির পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে প্রতিমাটি নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে পুজো করবেন বলে জানায়। মাধবের এমন মতামতে সায় না দিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে প্রতিমাটি বিসর্জন দেওয়া সিদ্ধান্ত নেয় তাঁর মা। বিসর্জনের কথা জানতে পেরে ভেঙে পড়ে মাধব। তিনি পরিত্রাণ পেতে গুরুদেবের স্মরণাপন্ন হন। গুরুদেব রামচন্দ্র ধর জানিয়ে দেয়, ‘কালী প্রতিমা বাড়িতে নিয়ে এসে পুজো করতে পারবে। কিন্তু বিপদ হবে। সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। বিপদ সহ্য করতে পারলে ‘মা’ কে বাড়িতে নিয়ে পুজো করতে পারো।’

গুরুদেবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মা কালীকে বাড়িতে নিয়ে আসার তোড়জোড় শুরু করেন। অন্যদিকে রত্না দেবী গঙ্গায় মা কে বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে

SAFE DRIVE SAVE LIFE
সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

গোটা বাংলাজুড়ে চলতে থাকা
সমস্ত টোটো
তালিকাভুক্ত করার
কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।
এই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে

TTEN
(TEMPORARY TOTO ENROLMENT NUMBER)
পোর্টাল

অবিলম্বে আপনার ই-রিকশা/টোটো
https://tten-wb.in/ পোর্টালে নিবন্ধন/তালিকাভুক্ত করুন।

তালিকাভুক্তি/নিবন্ধনের
সময়সীমা:
আগামী ১৩ অক্টোবর থেকে
৩০ নভেম্বর, ২০২৫

পরিবহণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অর্থনীতি

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা বলেছিলাম আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ নিফটি সূচকের নিচের দিকে ২৪,৮০০ বড় সাপোর্ট লেভেল

এবং উপরের দিকে ২৫,২০০ থেকে ২৫,৫০০ বড় রেজিস্ট্যান্স লেবেল। গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার বাজার এই লেভেলের মধ্যেই বন্ধ হয়েছে এবং এই লেভেলের মধ্যেই ছিল সারা সপ্তাহে। এখন যখন এই লেখাটা লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন বাজার ২৫,৩০০ লেভেলের কাছাকাছি এবং দীপাবলি উৎসবের কারণে সূচকের সাপ্তাহিক এক্সপায়ারি আগামী সোমবারে হবে। এই মুহূর্তে বাজার সম্পর্কে বলা যেতে পারে সূচক নিচের দিকে ২৫,০০০ ভালো সাপোর্ট রয়েছে এবং উপরের দিকে ২৫,৫০০ – ২৫,৮০০ এই লেভেল পর্যন্ত যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের সাপেক্ষে সিলভারের দাম ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা কেজির কাছাকাছি চলছে এবং সোনার দামও গগনচুম্বি। এই সপ্তাহের সব থেকে মারাত্মক ঘটনা হচ্ছে ক্রিপ্টকারেন্সি বাজারে ধস নামা। আর এর প্রেক্ষিতে সারা পৃথিবী জুড়ে কম বেশি সব মার্কেটেই এর প্রভাব দেখা যায়। মূলত: এখানেও চীনের উপর আমেরিকার শুল্ক চাপানোর বিষয়টি মূল কারণ বলে মনে করা হয়েছে। দীপাবলি উৎসবের মরশুমে কেনাকাটা শুরু হয়েছে এটা নিশ্চিত তবে এখনো পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা সেই ভাবে বাজারে প্রবেশ করছে না, তা সত্ত্বেও ভারতীয় বাজার অভ্যন্তরীণ চাহিদার উপর ভিত্তি করে স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রাস্ফীতি খুব নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে বলেই সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

রাজনীতি চলছে

প্রথম পাতার পর

আবার কোনো ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্তও হবে না। তবে এই জন্য অবশ্যই প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় সহযোগিতা। তার বদলে ফায়দা তুলতে তারা যদি দলগুলি এসআইআর প্রক্রিয়া বানচাল করার মতলব করে তাহলে বুঝতে হবে সচেতনভাবে নির্বাচনকে সন্ত্রাসে পরিণত করতে চায় দেউলিয়া রাজনীতি। এতেই বঙ্গবাসী আতঙ্কিত। ভোট দেওয়া থেকে প্রাণ বাঁচানোই তাদের কাছে এখন চিন্তার কারণ। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে নাগরিকত্ব চলে যাবে না। ভোট না দিলেও কেউ অপরাধী বলে গণ্য হবে না। তবু ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনীতির এত আস্ফালন শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের লড়াই। এর সঙ্গে জনকল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে আজকের এই হিংসাত্মক রাজনীতির প্রদর্শনীতে নির্বাচন কমিশনের কোনো ভূমিকা নেই তা বলা যাবে না। সেই ৬০-এর দশক থেকেই তাঁরা হিংসাত্মক নির্বাচন বন্ধে তেমন কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাই নির্বাচনী হিংসা ধারাবাহিক রূপ নিয়েছে। বাংলায় এখন যেভাবে হিংসায় শান দেওয়া শুরু হয়েছে তাতে আতঙ্ক, সহ্য সীমা পার করছে। আরও কিছু প্রাণ বলি দেওয়ার হাঁড়িকাঠ স্থাপনের জোর প্রস্তুতি চলছে। অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করেও লাভ কিছু হবে না।

জেনে রাখা দরকার

কথাকলি

মালয়ালম ভাষায় কথা অর্থাৎ কাহিনি আর কলি অর্থাৎ নাটক। কেরালার প্রাচীন এই নৃত্যধারাটির জন্ম ১৫৫৫ থেকে ১৬০৫ সালের মধ্যে। এই সময় কোটারাক্কারা থাম্পুরন রামায়ণকে ভিত্তি করে কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এই নাটকগুলি অভিনয়ের সূত্রে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কথাকলি। কথাকলির প্রধান পূর্বসূরি রামনাট্টম ও কৃষ্ণনাট্টম। এছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি নৃত্যধারার প্রভাব আছে কথাকলিতে। কথাকলি নৃত্যধারায় শরীরী বিভঙ্গ মার্শাল আর্ট কালারিপ্পায়াতুর কথা মনে করিয়ে দেয়।

দুটি মহাকাব্য ছাড়া, পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ থেকেও কাহিনি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সংস্কৃত শব্দবিশিষ্ট মালয়ালম ভাষায় (মণিপ্রভালম) এর পদগুলি রচনা করা হয়ে থাকে। মঞ্চের নেপথ্য থেকে সেই পদ বা স্তোত্র পরিবেশন করা হয়। নৃত্যশিল্পী সেটি অনুসরণ করেন। শুধুমাত্র অভিব্যক্তি, বিভিন্ন মুদ্রা, পদবিক্ষেপের সাহায্যে পদ-এর অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রকাশ করা হয়। শিল্পীর কোনো সংলাপ থাকে না।

এই ধারার নৃত্য-শিল্পীদের যে দিকগুলি দর্শকদের প্রথমেই আকৃষ্ট করে, সেগুলি হচ্ছে শিল্পীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গের আভরণ অর্থাৎ গয়নাগাটি এবং মুখের সাজসজ্জা। শিল্পী এমনভাবে পোশাক পরিচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জা করে, যাতে চরিত্রটিকে চিনে নেওয়া যায়। শিল্পী যদি সবুজ রঙ দিয়ে তাঁর মুখসজ্জা করে, তাহলে বুঝতে হবে চরিত্রটি মহানুভবতা, শ্রদ্ধা এবং ঔদার্যের প্রতীক। পৌরাণিক বীর, যেমন পঞ্চ পাণ্ডব, রাজা

নল কিংবা ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং ইন্দ্র, এই রকম চরিত্রের ক্ষেত্রে ওই সবুজ রঙের মুখসজ্জাই যথার্থ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারে। যে সব চরিত্রের মুখসজ্জায় সবুজ রঙের মধ্যে লাল রঙের দাগ কাটা থাকে, তাদের গোঁফ থাকে ওপরের দিকে মোচড়ানো। একে বলা হয়ে থাকে কাত্তি রূপসজ্জা। এই রূপসজ্জার অর্থ হচ্ছে, চরিত্রটি জবরদস্ত খলনায়কের। যেমন, দুর্যোধন বা রাবণ।

আর একটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের নাম, তাড়ি (দাড়ি)। দাড়ি বলতে, সবরকমের দাড়ি। সাদা, কালো এবং লাল। লাল দাড়ি পরে ভয়ংকর খলনায়কেরা। যেমন, দুঃশাসন, বকাসুর এবং এই ধরনের খলনায়ক।

সাদা দাড়ি ধারণ করে হনুমানের মতো পুণ্যবান চরিত্র। আর, সাধারণ কালো দাড়ি ব্যবহার করে থাকে শিকারি এবং বন্যরা। যারা কালো দাড়ি ধারণ করে, তাদের বলা হয় 'কারী'। এদের মুখও কালো রং দিয়ে সজ্জিত করা হয়। একেবারে বিপরীতধর্মী মুখসজ্জা হচ্ছে 'মিরুকু', এক্ষেত্রে চরিত্রের মুখমণ্ডলটিতে ঠিক ত্বকের রঙের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রঙের ব্যবহার করতে হয়। শিল্পীদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে হস্তমুদ্রা, মুখের অভিব্যক্তি এবং শুদ্ধ নৃত্য বা নৃত্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়, চরিত্রের দৃশ্যগত সূক্ষ্ম দিকগুলি এবং সূক্ষ্মতম অভিনয় দক্ষতা। আর সঙ্গে বাজে ঢোল কিংবা মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনা। সব মিলিয়ে ১০১টি প্রাচীন কথাকলি কাহিনির সন্ধান পাওয়া গেলেও বর্তমানে তার এক তৃতীয়াংশ অভিনীত হয়। কথাকলি সাধারণত সন্ধে থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অভিনীত হতো। তবে এখন তিন-চার ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত কথাকলির অভিনয় বাড়ছে। কথাকলি মূলত কর্ণাটকি সঙ্গীতের সঙ্গে পরিবেশিত হলেও এর গানে কেরালার নিজস্ব গানের ছাপ রয়েছে।

চালু হল না সেলিং হাব ক্ষুব্ধ বাজি ব্যবসায়ীরা

প্রথম পাতার পর

মোট ৬২ বিঘা জুড়ে এই হাব হচ্ছে। বারুইপুর ব্লকের সাউথ গড়িয়া, বেগমপুর, চম্পাহাটি পঞ্চায়েতের ১ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই বাজি শিল্পের উপরে নির্ভরশীল। এছাড়াও উত্তর পুড়িতে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গড়ে তোলার জন্য প্রশাসন থেকে জায়গা দেখা হলেও কাজ একটুকুও এগোয়নি বলে অভিযোগ ব্যাবসায়ীদের। এই সেলিং হাব না চালু হওয়ায় হাড়ালে এই বছরেও চলছে বাজির বাজার। বাজি ব্যাবসায়ী অর্জুন মণ্ডল বলেন, 'সেলিং হাব দ্রুত চালু হলে অনেক মানুষ উপকৃত হত। আমরাও প্রশাসন ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের কাছে বারংবার আবেদন জানিয়েছি কাজ দ্রুত হোক। বিধায়ক নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন। তারপরেও কেন কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে বলতে পারছি না।'

স্বীকৃতি পেল পাঠকের মতামত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তার ০৮/০৩/২০২৫ তারিখের সংখ্যায় পাঠকের কলমে হুগলির চুঁচুড়ার বাসিন্দা রামদাস রায় রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করা টোটো নিয়ন্ত্রণ করার দাবী

জানিয়ে ছিলেন সরকারকে। দীর্ঘ পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন টোটোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর না থাকায় নানা অপরাধ করার পরেও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। কোনো ট্যাক্স না দিয়েও রাস্তা দখল করে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। এমনকি দুর্ঘটনা ঘটলেও বীমার টাকা পাওয়া যাচ্ছে না রেজিস্ট্রেশনের অভাবে।

প্রায় ৭ মাস পর রামদাস বাবুকে দাবী স্বীকৃতি পেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তিনি জানালেন টোটোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবহন দপ্তর।

সাধারণ মানুষের অসুবিধা দূর করতে সরকারের এই পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন রামদাস বাবু। নিত্য পথ চলতি মানুষের সঙ্গে তিনিও আনন্দিত।

স্ক্রাব টাইফাস আতঙ্ক, আক্রান্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ক্রাব টাইফাস এর আতঙ্ক ছড়ালো সুন্দরবন এলাকায়। আক্রান্ত হয়েছেন কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরীগঞ্জ এলাকার মীনা দাস। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

'স্ক্রাব টাইফাস' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ টাইফাস থেকে। যার অর্থ হল ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট। মাইট পোকার কামড় থেকে এই রোগ মানবদেহে ছড়ায়। সাধারণত এই পোকা কামড়ালে সাথে সাথে কোনও ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব হয় না। এঁটুলি পোকার মতো দেখতে ট্রম্বিকিউলিড মাইটস বা টিক-এর মতো পরজীবী পোকার কামড় থেকে এই রোগের জীবাণু মানবদেহে ছড়ায়।

স্ক্রাব টাইফাস প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ রোহন ঘোষ জানিয়েছেন, 'সাধারণত এই পোকাগুলির আকার ০.২ মিলিমিটার থেকে ০.৪ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। গ্রামবাংলার কৃষিজমিতে এই ধরনের পোকা দেখা যায়। এছাড়াও ঝোপঝাড়, গাছপালা কিংবা পোষ্যের গায়ে এই ধরনের পোকার দেখা মেলে। সাধারণত বর্ষায় এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। প্রাথমিক ভাবে, এই পোকা কামড়ালে কোনও ব্যথা অনুভব হয় না। তবে পরে তা শরীরের ভিতরে গিয়ে নানান ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে।

এখনো জমেনি বাজি বাজার

প্রথম পাতার পর

তার মধ্যেই তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি জানালেন, গতবারে যেমন লোক এসেছিল বাজি বাজারে তার থেকে এখনো পর্যন্ত অনেক কম লোকজন আসছে। বৃষ্টিপাতের কারণে এবারে বাজি তৈরিতে একটা ব্যাঘাত ঘটেছে। তার ওপরে মাসের শেষ দিকে কালীপুজো পড়ে যাওয়ায় অনেকের হাতেই এখন টাকা পয়সা কম। যদিও স্থানীয় এলাকা এবং বাইরে মালের যা চাহিদা আছে সেই তুলনায় মাল তৈরি করা যাচ্ছে না। কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বাজি তৈরি করতে গেলে নাগপুর থেকে একটি সার্টিফিকেট কোর্স করে রেজিস্ট্রেশন করার পরেই লাইসেন্স পাওয়া যায়। তবেই বাজি বানানোর বৈধতা থাকে। সারা বাংলা থেকে ২৩৫ জন এই রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলেন তার মধ্যে সারা বাংলায় মাত্র ৪০ জন লাইসেন্স পেয়েছেন। বজবজ-মহেশতলা এলাকায় তার মধ্যে ২০ জনের নাম আছে। তারাই মূলত বাজি তৈরি করছে। আমরা চাই যারা এখনো লাইসেন্স পায়নি তাদের দ্রুত লাইসেন্স দেওয়া হোক এবং সেলিং সার্টিফিকেট দেওয়া হোক। শুকদেববাবু আরো বলেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি আগেই বলেছেন গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষ যাদের বাজি তৈরির পরিকাঠামো আছে তাদের সেলিং সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হোক। বজবজ-মহেশতলা এলাকায় প্রায় ১৬ হাজার পরিবার এই বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৬০,০০০ পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং সারা বাংলায় প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে। বাজি শিল্প বাংলার একটি ক্ষুদ্র শিল্প। এখানকার মানুষরা যদি লাইসেন্স পেয়ে বেশি বেশি বাজি তৈরি করতে পারে, তাহলে আর মাদ্রাসের শিব কাশি থেকে বাজি এখানে আমদানি করতে হবে না। এখানকার মানুষরা আরো অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। বজবজ-মহেশতলা এলাকায় মূলত পরিবেশবান্ধব বাজি বানানো হচ্ছে। শব্দ বাজির ক্ষেত্রে ১২৫ ডেসিমেল পর্যন্ত ছাড়পত্র আছে। এর বেশি শব্দের বাজি কেউ যদি তৈরি করে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। প্রসঙ্গত চিংড়িপোতা, বলরামপুর, পুটখালী এলাকায় এর আগে বিস্ফোরণে কয়েকজন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তারপরই প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে অবৈধ বাজি নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলরামপুরে একটি বাজি নির্মাণের বা বাজি বিক্রির ক্লাস্টার তৈরির কথা বলেছিলেন। জায়গাও সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়েছিল বলরামপুর এলাকায়। কিন্তু এখনো সেই ক্লাস্টার অথই জলে। এই প্রসঙ্গে প্রদেশ আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শুকদেব নস্কর জানালেন, ওখানে বেশ কিছু সমস্যা ছিল, অনেকটাই মিটে গেছে। অগ্নি নির্বাপন দপ্তর এনওসি দিয়ে দিয়েছে। আশা করা যায় কালীপুজোর পরেই ওই ক্লাস্টার তৈরির ব্যাপারে প্রশাসন আরও বেশি তৎপর হবে।

আরাধনায় ব্যস্ত মাধব

প্রথম পাতার পর

সবশেষে বিসর্জন দেওয়ার কথা সকলেই মান্যতা দেয়। তবে সিদ্ধান্ত হয় মা কে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার সময় মাধব ওরফে দেবজ্যোতি গঙ্গায় নেমে কোমর সমান জলে হাত পেতে থাকবেন। মা কে গঙ্গায় বিসর্জন দিলে তার হাতের মধ্যেই থাকবে। তখন বাড়িতে নিয়ে এসে পুজো করতে পারবেন।

সেই মতোই শাস্ত্রীয় মতেই ১৯ সেন্টিমিটার প্রতিমা কালিঘাটের আদি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের প্রতিমা শুদ্ধাচারে পবিত্র গঙ্গা থেকে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের বাড়িতে নিয়ে আসেন মাধব। এরপর শুরু হয় পুজো অর্চনা। বছর তিনেক পর মাধবের পরিবারে একের পর এক বিপদ আসতে থাকে। অবশেষে সেই বিপদের রাশ চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়। দেবজ্যোতি চক্রবর্তীর দুই মেয়ের মধ্যে সাড়ে তিন বছরের ছোট মেয়ে দেবস্মিতার আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরিবারে নেমে আসে চরম শোকের ছায়া। এত বিপদের মাঝে প্রতিবেশীরা মূর্তিটিকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়ার কথা বললেও অনড় থাকেন দেবজ্যোতি। পরবর্তী সময়ে আর কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। সেই থেকে প্রায় ১৫ বছর যাবত শাস্ত্রীয় মতে পুজো করে আসছেন।

তিনি জানিয়েছেন, 'গুরুদেব আজ পৃথিবীতে নেই। গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। তবে চরমতম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মা কে বিসর্জন করিনি। মা হয়তো ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছেন। সেই পরীক্ষায় শত বিপদের মধ্যে সফল হয়েছি। তাই আজও গুরুদেবকে যেমন স্মরণ করি, তেমনি মা কে বুকে আগলে রেখে শান্তিতেই বেঁচে রয়েছি। যতদিনই বাঁচবো মা কে সেবা করেই যাবো।'

NOTICE INVITING TENDER (E-Tender)

E-Tender Details	Last date of E-Tender Submission	E-tender Opening date
'CLEANLINESS MANAGEMENT & RELATED FACILITY SERVICES' (Housekeeping / Hospitality Management / Cleanliness Management /Security Management / Others Facility) at Kachuberia-Bamunkhali Mela Point / Lot No.8 Mela Point / Chemaguri-Benuban Mela Point/ Namkhana Mela Point / Outram Ghat Mela Point in connection with Ganga Sagar Mela-2026	05.11.2025 upto 10.00 AM	07.11.2025 at 11.00 AM

For further details see the E-tender portal of Govt. of West Bengal i.e http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (LA)
South 24- Parganas, Alipore

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পাত্রী চাই

বীরভূম জেলার ২৮ বছর বয়স বিটেক ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত কায়স্থ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৫ বছর ন্যূনতম স্নাতক কায়স্থ পাত্রী চাই কর্মরতা অগ্রগন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান অগ্রগন্য। যোগাযোগ নং- ৯৮৫১১৯৩৮৯৬, ৭৪০৭৬৪৪৭৪২।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩
১৮ অক্টোবর – ২৪ অক্টোবর, ২০২৫

মেষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে নতুন শুরু সম্ভব। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে এবং উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। ব্যবসায়ীদের যে কোনও নতুন চুক্তি বা অংশীদারিত্বের জন্য এটি একটি উপকারী সময় হবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারাও ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

বৃষ রাশি : কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য উভয়েরই ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য ভালো। আপনি কাজের জন্য ভ্রমণ করতে পারেন। সপ্তাহের শেষে কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

মিথুন রাশি : পরিকল্পনা সফল হবে এবং কর্মক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাবেন। চাকরিজীবিদের পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনাজা আছে। ব্যবসায় একটি নতুন চুক্তি বা সুযোগ আসতে পারে। সৃজনশীল কাজ বা মিডিয়ার সাথে জড়িতদের জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষ সাফল্য বয়ে আনবে।

কর্কট রাশি : কাজ স্থিতিশীল হবে। আটকে থাকা কাজ গতি পাবে। পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পুরানো বন্ধু বা আত্মীয়ের থেকে নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময় হবে। চাকরি বা ব্যবসায় একটি বড় পরিবর্তন সম্ভব, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি একটি শুভ সময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার চিন্তাভাবনা এবং কর্মক্ষমতা প্রশংসিত হবে। সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে লাভবান হতে পারেন। ভ্রমণ শুভ হবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে।

কন্যা রাশি : ধৈর্য এবং বোধগম্যতা বজায় রাখা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে, তবে ফলাফল ইতিবাচক হবে। পারিবারিক জীবন ভালো থাকবে। স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবলে অপেক্ষা করা উচিত। ক্লান্তি বা ঘুমের অভাব অনুভব করতে পারেন।

তুলা রাশি : গ্রহগুলি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ প্রতিদান দেবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে উন্নতি এবং নতুন সুযোগ উভয়ই পাবেন। নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি লাভজনক হবে। যোগাযোগ দক্ষতা মানুষকে মুগ্ধ করবে। প্রেমের সম্পর্ক গভীর হবে। সপ্তাহের শেষে নতুন কিছু শেখার বা ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক রাশি : আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। আর্থিকভাবে সময়টি শক্তিশালী। ব্যবসা লাভজনক হবে। রাজনীতি বা সামাজিক কাজের সাথে জড়িতদের জন্য অগ্রগতির সময় হবে। শিক্ষার্থীরা পরিশ্রমের সাথে ফলাফল দেখতে পাবে। ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও আসতে পারে।

ধনু রাশি : কাজ ব্যস্ত থাকবে। নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু হতে পারে। পরিবারের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। ভ্রমণ উপকারী হবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহটি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের পরীক্ষা করবে, তবে ফলাফল দুর্দান্ত হবে।

মকর রাশি : জীবনে স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতি বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনযোগ্য হবে। একটি পুরানো প্রকল্পের ফলাফল এখন আপনার পক্ষে হবে। বাড়িতে এবং আপনার প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। এটি আর্থিক লাভের সময়। বিনিয়োগ লাভ করবে। ছাত্র এবং কর্মজীবী পেশাদারদের জন্যও শুভ হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পাবেন। আর্থিকভাবে সময়টি ভালো যাবে। পুরনো ঋণ পরিশোধে স্বস্তি পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে হবে। শিল্প, মিডিয়া বা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জড়িতরা নতুন সুযোগ খুঁজে পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

মীন রাশি : কিছু কাজ বিলম্বিত হতে পারে, তবে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। পরিবার এবং ক্যারিয়ারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আর্থিক বিষয়গুলির উন্নতি হবে। পুরানো সম্পর্কগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। বিদেশী বা দূরবর্তী কাজের সাথে জড়িতদের জন্য এই সপ্তাহটি ইতিবাচক হবে। পুরানো বন্ধু বা আত্মীয়ের থেকে নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন।

শব্দবার্তা ৩৬৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। হিতবাক্য ৪। শূন্য, রিক্ত ৫। কচুর ৭। নিরাশ, আশাহীন ৯। কাব্যে রত্ন ১০। শাক ও তরকারি ১১। পোশাক, বেশ ১২। সংশোধন।

উপর-নীচ

১। ভ্রমর ২। চটুল কথা ও ভাবভঙ্গি ৩। ভুলচুক ৪। জমিদারের নিজের তত্ত্বধানের ভূসম্পত্তি ৬। ব্যাপক লুণ্ঠন ৮। বায়না ১০। লজ্জা, নম্র ১১। চতুর্বেদের অন্যতম

সমাধান : ৩৬৭

পাশাপাশি : ১। পুরাঙ্গনা ৩। আবাদ ৫। চমকদার ৬। লটারি ৮। অনুজ ১০। পটোলচেরা ১২। শহর ১৩ বদযত।

উপর-নীচ : ১।পুরাকাল ২। নাকচ ৩। আলোকপাত ৪। দস্তুর ৭। রিভলভার ৯। জলভাত ১০ পরশ ১১। রাজীব

জেলায় জেলায়

প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্থ উত্তরবঙ্গ

জয়ন্ত চক্রবর্তী : সম্প্রতি বিধ্বংসী ভূমিধসে ও প্রবল বর্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মিরিকের রিলিফ ক্যাম্প সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন প্রাক্তন পুর মন্ত্রী ও সিপিআইএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সিপিআই(এম) দলের রাজ্য কমিটির

অন্যতম সদস্য গৌতম ঘোষ প্রমুখ। এদিন তারা সৌরনী দিলীপ ক্যাম্প, নওমাইল শিমুল ক্লাব রিলিফ ক্যাম্প এবং নন্দলাল রিলিফ ক্যাম্প ঘুরে দেখেন এবং ওই সমস্ত লিভ ক্যাম্পে আশ্রিত মানুষদের সঙ্গে কথা সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের সমস্যার কথাশোনেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা জানান, যে ভূমিধসের পর থেকে তারা অনেকদিন থেকে রিলিফ ক্যাম্পেই রয়েছেন। কিন্তু কবে তাদের নিজস্ব ঘরে ফিরতে পারবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। যেসব এলাকায় তাদের ঘরবাড়ি ছিল, সেই জায়গাগুলো এখন কতটা নিরাপদ তা নিয়েও তারা গভীর উদ্বেগে আছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। এই অবস্থায় পড়ুয়াদের পড়াশোনায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলেও জানান।

এই পরিস্থিতিতে অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'সম্প্রতি বিধ্বংসী ভূমিধসে এবং প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাল বিলম্ব না করে নিরাপদ স্থানে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে পাশাপাশি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেস এক প্রতিনিধি দল এবং দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রবল বর্ষণে ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত মিরিক এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। মিরিকের মেচি দারা গাও–এ একই পরিবারে ৩ জন নিহত হয়েছেন। সেই পরিবারের সদস্যা সুবর্ণা ছেত্রীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

চন্দননগরের ঐতিহ্যময় জগদ্ধাত্রী পুজোয় রাস্তাঘাটের খানাখন্দে জোড়াতাপ্পি

মলয় সুর : জগদ্ধাত্রী পূজায় চন্দননগর শহর জুড়ে ব্যস্ততা চোখে পড়ছে রাস্তাঘাট সংস্কারে। চাঁপদানি পৌরসভা থেকে শুরু করে চন্দননগর পর্যন্ত জি টি রোড পুজোর মুখে ঝকঝকে করে তোলার তড়িঘড়ি করে প্যাচওয়ার্ক করা হচ্ছে। এর আগে শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলির আসল চেহারা কঙ্কালসার গর্তে ভরা বিপদজনক। দীর্ঘদিন ধরেই হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকার নানা রাস্তার বেহাল দশা। এবারের অতি–বৃষ্টিতে সেই অবস্থা যেন আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রতিটি শহরের কোন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাই বাদ যায়নি। প্রতিটি রাস্তায় কোথাও বড় বড় গর্ত কোথাও ভাঙাচোরা পিচের আস্তরণ। অলিতে গলিতেও হাঁটা দায়। টোটো, বাইক এমনকি স্কুল গাড়িও বিপদ সীমায় চলাচল করছে। চাপদানই পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র মঞ্চের কাছের বাসিন্দা অশোক ঘোষের অভিযোগ, এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থাই নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই

জল জমে তারপর সেই জলেই গর্ত তৈরি হয়। কাউন্সিলর শুধু আশ্বাস দেয় কাজ হবে। কিন্তু কবে হবে কেউ জানে না। ভদ্রেশ্বর কাঁটাডাঙ্গা নেতাজি পল্লীর বাসিন্দা স্বরূপ নন্দীর কথায়, আমরা কাউন্সিলার বা প্রশাসনের কাছে একটা ভালো রাস্তা চাই। যেখানে টোটো বা অ্যাম্বুলেন্স অত্যন্ত সহজে ঢুকতে পারে। রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কারণে প্রায়ই ঘটেছে দুর্ঘটনা। টোটো উল্টে গিয়ে কেউ হাত ভাঙছে কেউ পা। স্কুলগামী শিশুদের যাতায়াত হয়ে উঠেছে কঠিন। জরুরী মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সও এলাকায় ঢুকতে চায় না। অসুস্থদের চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তবে চন্দননগর পৌর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বৃষ্টির কারণে রাস্তার কাজ পুরোপুরি শেষ করা যায়নি। তবে খুব শীঘ্রই মেরামতের কাজ শুরু হবে। বিষয়টি নিয়ে জরুরী বৈঠক হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, এই আশ্বাস কবে রাস্তার রূপ নেবে। প্রতিবারই বৃষ্টির অজুহাত আর কিছু রাস্তা পূজোর আগে পিচ ঢেলে জোড়াতাপ্পি দিয়ে মেরামত করা চলছে কিন্তু জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ হতেই সেই পিচ উঠে গিয়ে দেখা দেয় পুরানো চেহারা। স্থানীয়দের মতে যতদিন না টেঁকসই রাস্তা নির্মাণ হয় ততদিন ফরাসি শহরের নাগরিকদের দুর্ভোগ শেষ হওয়ার নয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বয়স্ক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক উন্মেষের জন্য সম্প্রতি গার্ডেনরীচের অন্তর্গত কাঞ্চনতলা গ্রামে একটি বয়স্ক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি এই উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৩০টি করে বই, খাতা, শ্লেট পেন্সিল, ১টি ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে এখানে ৩০ জন নিরক্ষর বয়স্ক মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত দু'জন শিক্ষিত মহিলা এই কেন্দ্র পরিচালনা ও শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত আছেন।

এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারা যায় যে, এখানে শিক্ষা নিয়ে বয়স্ক মহিলারা নিয়মিত আসছেন এবং এই বিষয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ঠ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। বয়স্ক মহিলা শিক্ষার্থীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে শিক্ষিকাদ্বয় আশা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গার্ডেনরীচে এই সর্বপ্রথম এধরণের একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হ'লো।

৯ম বর্ষ, ০৪ অক্টোবর ১৯৭৫, শনিবার, ৪২ সংখ্যা

অবৈধ কাশির সিরাপ আটক করল দমদম জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের অন্তর্গত দমদম জিআরপি বুধবার তল্লাশি চালিয়ে ২৯৫ বোতল অবৈধ কাশির সিরাপ আটক করে। দমদম জিআরপি সূত্রে জানা যায়, এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দমদম প্ল্যাটফর্মে তল্লাসি চালিয়ে চোরা

চালানের জন্য রাখা এই অবৈধ কাশির সিরাপগুলি উদ্ধার করে। এই তথ্য জানান, দমদম জিআরপির আইসি সঞ্জীব দাস।

কৃষাণ ক্ষেতমজুর সাংগঠনিক সম্মেলন

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষাণ ক্ষেতমজুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণবঙ্গ জেলা সম্মেলন ও বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়ার ছাতনা অডিটোরিয়াম হলে। ১২ অক্টোবর সকাল ১১টা নাগাদ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষাণ ক্ষেতমজুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের

সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, রাজ্য কৃষাণ ক্ষেতমজুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ–সভাপতি ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, তৃণমূল বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহ বাবু, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কিষান ক্ষেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শংকর চক্রবর্তী, ছাতনার প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি শুভাশীষ বটব্যাল, ছাতনা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব সহ দক্ষিণবঙ্গের ১৯টি জেলার কিষাণ খেতমজুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ও সমর্থকরা।

টাকার বিনিময়ে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নির্বাচিত করা হয় : প্রাক্তন মন্ত্রী

অরিজিৎ মণ্ডল, উস্তি : সম্প্রতি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূলের বিজয় সম্মেলনে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে মগরাহাট পশ্চিমের শাসক দলের বিধায়ক তথা প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ্য সভা থেকে দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি হওয়ার জন্য টাকার বান্ডিল নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন বারে বার। অন্যদিকে, তাকে এবং তার ঘনিষ্ঠ জন প্রতিনিধিতে পঞ্চায়েতে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না এমনটাও দাবি করেন তিনি। দলের মধ্যেই গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে স্বীকার করে নেন বিধায়ক তথা প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এই বিষয় নিয়ে কোন কিছুই মুখ খুলতে চাইনি বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা থেকে শুরু করে শাসকদলের কন্যা নেতৃত্ব। একাধিকবার তার সাথে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোন কিছুই উত্তর দিতে চাইনি। তবে বিষয়টি নিয়ে পাল্টা পথে নেমেছে বিজেপি। ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ–সভাপতি সুফল ঘাটু জানায় এর আগেও একাধিকবার আমরা বলেছি শাসক দল তোলাবাজি ছাড়া অন্য কোন কিছু বোঝেনা, এর আগেও শুধু গিয়াস উদ্দিন মোল্লা নয়, মদন মিত্র প্রকাশ্যে বলেছিলেন টাকার বিনিময় তৃণমূল কংগ্রেসের পদ বিক্রি হয়। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শিক্ষা–স্বাস্থ্য সমস্ত কিছু দুর্নীতিতে যুক্ত সেখানে তো টাকার বিনিময় পদ বিক্রি হওয়াটা স্বাভাবিক।

মহিলাদের স্বনির্ভরতায় ছাগল বিতরণ

সৌরভ নস্কর, সাগর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হল ছাগল। 'ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ২০২৫–২৬' প্রকল্পের অধীনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা স্থানীয় মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথকে আরও মসৃণ করবে। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাগর ব্লকের ১০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে মোট ১০০টি ছাগল বিতরণ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপে ১০টি করে উন্নত জাতের ছাগল প্রদান করা হয়েছে, যা মহিলাদের পশুপালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগর ব্লকের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাগল তুলে দেন। তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুসারে, সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ছাগল পালনের এই প্রশিক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচি মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সরকার এই এলাকার মহিলাদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের আরও প্রকল্প নিয়ে আসা হবে।' উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ এবং অন্যান্য সদস্যরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি বলেন, 'এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবেন এবং এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।'

সাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬–এর প্রস্তুতি শুরু, প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক সাগরে

আর মাত্র কয়েকমাস। আগামী ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাসাগর মেলা। দেশ–বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। মেলার সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর মেলা অফিসে অনুষ্ঠিত হল

আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬–এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক।

এদিনের বৈঠকে পৌরহিত্য করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সহ সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি এবং বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। মেলার নিরাপত্তা, পরিবহণ, জনস্বাস্থ্য, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, আবাসন ও উপকূল সুরক্ষার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। বিশেষত, পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা মসৃণ রাখতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়ে তৈরি হয় প্রাথমিক রূপরেখা।

জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা সাংবাদিকদের জানান, 'পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আবহাওয়া এবং পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সমস্ত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। আগামীতে আরও কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। এবারের মেলাকে আরও সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।'

প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি, জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকেরা এদিন সাগরদ্বীপের সমুদ্র সৈকত পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি সাগরের উপকূলবর্তী একাধিক এলাকায় নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে। এই ভাঙনকবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। ভাঙন প্রতিরোধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও মেলার সময় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সৈকতের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, ভাঙন মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে মেলার কাজে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী জানান, 'গঙ্গাসাগর মেলা রাজ্যের এক গৌরব। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য রাজ্য সরকার সবরকম সহায়তা করবে। ভাঙন প্রতিরোধের বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

নিয়ম মেনে জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে গঙ্গাসাগর মেলা। পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে প্রশাসন বার্তা দিল যে, এবারের মেলাকেও সফল করতে তারা বদ্ধপরিকর।

ট্রাকে তোলাবাজি, সাসপেন্ড ২ এএসআই

অভীক মিত্র, বিরভূম : ট্রাক ছাড়তে ৭০০০০ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে মহম্মদবাজার থানার ২ এএসআইকে সাসপেন্ড করলো বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমানদীপ। মহম্মদবাজার থানার সাইফুল ইসলাম ও কিরণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ট্রাক ছাড়াতে ৭০০০০ টাকা করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২৬ সেপ্টেম্বর ইন্দ্রাদুল হোসেনের দুটি ট্রাক আটক করে ৭০০০০ টাকা করে ঘুষ চায় নাহলে এনওসি সাটিফিকেট দেবে না বলে জানায়। ১৪ অক্টোবর ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক আনাশ আহমেদ এই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করে সাংবাদিক সম্মেলন করে। তিনি পুরো ঘটনার অভিযোগ জানান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ এবং জেলাশাসককে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ সুপার আমনদীপ দ্রুত পদক্ষেপ নেন। অভিযুক্ত দুই অফিসারকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই ধরনের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনোভাবেই নরম অবস্থান নেবে না। দুর্নীতি বা অসদাচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণই তাদের নীতি।'

Birbhum District Police
5m ·

সমাজমাধ্যমের কিছু ভিডিও আমাদের নজরে আসে যেখানে দেখা যায় মহম্মদ বাজার থানার দুই অফিসার জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন। তৎক্ষনাৎ ঐ দুই অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।
বীরভূম জেলা পুলিশ, এই দুই অফিসারের এইরূপ কাজের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি পোষণ করে এবং খুবই স্পষ্টভাবে এইরূপ কাজের কঠোরভাবে নিন্দা করে।

It has come to our knowledge from certain audio-visual media that two officers of Md Bazar Police Station were involved in taking money from someone. Both of them have been suspended with immediate effect. Departmental as well as legal action is being initiated against them. Birbhum District Police has zero tolerance towards these kind of activities and unequivocally condemns the action of the concerned police officers.

কথা রাখলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার অন্তর্গত বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার ছিল নিত্যযাত্রীরা। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় প্রতিদিন বাস, লরি, টোটো অটো সহ বিভিন্ন পরিবহন যাতায়াত করে। বর্ষার অনেক আগে থেকেই রাস্তার বেহাল অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে জল জমে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। প্রচুর মানুষ এবং নিত্যযাত্রীরা এ ব্যাপারে আমাদের দপ্তরেও ফোন করেছেন এবং আমরাও বারবার এই প্রসঙ্গে খবরও করেছি। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের সঙ্গে। ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাসে যখন সেবাশ্রয় কর্মসূচি চলছিল, তখন সুমিত রায় বলেছিলেন, রাস্তার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়ে গেছে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। বর্ষার সময়ে বর্ষার কারণে কাজ শুরু করতে একটু দেরিও হয়। জেলা

পরিষদের সদস্য শেখ বাপিকে বারবার এ প্রসঙ্গে আমরা তাগাদা করেছি। তিনি জানিয়েছিলেন, পুজো মিটে গেলেই পুরোদমে রাস্তার সংস্কার শুরু হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেছিলেন, সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথা দিলে তিনি কথা রাখেন আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। সত্যিই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কথা রাখলেন। তারই উদ্যোগে এবং তৎপরতায় পূর্ত ও পরিবহন দপ্তর বাখরাহাট রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের জন্য ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। সম্প্রতি চোখে পরলো কাজ শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার ধারের পাইলিং শাল বল্লা দিয়ে হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ভরাট হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ড, চকমানিক, বিড়লার মোড়, নবিঘারপুল এলাকায় পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে। জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি জানাচ্ছেন, এই ১৩ কোটি টাকার মধ্যে সমগ্র রাস্তাটাই পূর্ণ সংস্কার করা হবে। ১৩০০ মিটার রাস্তা পেভার ব্লক করা হবে। যেখানে প্রথমে ব্লকের কাজ হবে সেই জায়গাগুলো আগে করা হচ্ছে। তারপর ব্ল্যাক টপ করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কার শুরু হওয়ায় এলাকার নিত্যযাত্রীরা অত্যন্ত খুশি। প্রসঙ্গত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বাটা মোড় থেকে পুজালী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের জন্যও প্রায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে পূর্ত দপ্তর সেখানে কাজ শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এক্ষেত্রেও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।

কালিয়াগঞ্জে বয়রা কালীর ভোগে বৈচিত্র্য

তপন চক্রবর্তী, উত্তর দিনাজপুর : ১৯৬২ সালে কালিয়াগঞ্জে তৈরি হয় দেবীর নতুন মন্দির যা আজ বয়রা কালীমন্দির নামে বিখ্যাত। টিনের চালার আর বাঁশের বেড়ার মন্দির থেকে আজ বিশালাকার মন্দির তৈরি হয়েছে। সে বহুকাল আগের কথা। কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতী নদীর ধারে বয়রা গাছের নিচের বেদিতে ফুল বেলপাতা দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয় জেলেরা। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল ধূপ–ধুনোর গন্ধ। তখনই তাঁরা ঠাওর করতে পেরেছিলেন, কেউ বা কারা সেখানে কালীর আরাধনা করেছেন রাতভর। সে কথা গিয়ে গ্রামবাসীদের জানিয়েছিলেন জেলেরাই। এরপর গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে সেই বয়রা গাছের নিচের বেদিতে শুরু করেছিলেন কালীর পুজো। সেই থেকেই বয়রা কালীপুজোর শুরু। কালিয়াগঞ্জ মা বয়রা কালীপূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ বিকাশ ভদ্র বলেন, এই ঐতিহ্যবাহী পুজোকে ঘিরে কথিত আছে এই মায়ের মন্দির নির্মাণে কালিয়াগঞ্জ তৎকালীন থানার বড়বাবু নাজমুল হকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাই মা বয়রা কালীর পূজাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা হয়ে থাকে। টিনের চালা আর বাঁশের বেড়ার মন্দির থেকে আজ বিশালাকার মন্দির তৈরি হয়েছে যাদের প্রচেষ্টায় তারা হলেন প্রয়াত মন্টু লাহিড়ী, প্রয়াত কনক সিকদার, তৎকালীন থানার বড়বাবু

নাজমুল হক সহ কালিয়াগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্যোগে। বয়রা মায়ের মন্দিরে স্থানীয় পৌরসভার প্রয়াত প্রাক্তন পৌরপিতা অরুন দে সরকারের উদ্যোগে কালিয়াগঞ্জ বাসীর সহযোগিতায় পূর্বের মৃন্ময়ীর মূর্তির পরিবর্তে সাম্প্রতিক কালে বসেছে মায়ের অষ্টধাতুর মূর্তি। দীপাবলির রাতে দেবীর সারা অঙ্গ জুড়ে থাকে নানাবিধ সোনার অলঙ্কার। মায়ের গায়ের স্বর্ণালঙ্কার পাহারায় কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ বাহিনী সদা সর্বদা মোতায়েন থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং ভক্তদের বিশ্বাস এখানে মা বয়রা কালীমাতার কাছে মানত করলে তা ফলে যায়। ফলে মানত পূরণ করতেই হাজার হাজার ভক্ত এখানে আসেন প্রতিবছর। কালিয়াগঞ্জের রাজনন্দিনীর এই পুজোতে শোল, বোয়াল–সহ ৫ রকমের মাছ ও ৫ রকমের সবজি দিয়ে মায়ের ভোগ রন্ধন করা হয়। কালিয়াগঞ্জ মা বয়রা কালী পূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ বিকাশ ভদ্র বলেন, কথিত আছে শ্রীমতী নদী দিয়ে নৌকা আর বজরা নিয়ে দূর–দুরান্ত থেকে এই শহরে বাণিজ্য করতে আসতেন বণিকেরা। বিশ্রাম নিতেন এই বয়রা গাছের তলায়। পাশাপাশি এখানেই বেদি তৈরি করে ডাকাতরা মায়ের পুজো দিয়ে দক্ষিণের জেলাগুলোতে যেত ডাকাতি করতে। দীপাবলির রাতের বয়রা কালীবাড়ির পুজোকে ঘিরে কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতোই। কয়েক লক্ষ পুন্যার্থীর সমাগম ঘটে দীপাবলির রাতে। পাঁঠাবলি কিছু দিন পূর্বেও দুই–তিন হাজার হলেও বর্তমানে বলি প্রথা বন্ধ। তবে দূর থেকে আজও মানুষ ছুটে আসেন এ হেন পুজোর টানে।

উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে মৃত ১ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে গিয়ে উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে উল্টে যায় মাছ ধরার ছোট ট্রলার। ট্রলারে থাকা ৭ মৎস্যজীবীর মধ্যে ৫ জনকে উদ্ধার করা গেলেও এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ ২। পুলিশ সূত্রে খবর ১৫ অক্টোবর ৩ টে নাগাদ নামখানার হরিপুর ঘাট থেকে প্রায় ২২ জন মৎস্যজীবী ৩ টি মাছ ধরার ছোট ট্রলার নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরই মধ্যে বুধবার দিন গভীর রাতে বকখালি থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে গভীর সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে মা মঙ্গলা নামে ট্রলার ৭ জন মৎস্যজীবী নিয়ে উল্টে যায়। পাশে থাকা ট্রলারের মৎস্যজীবীরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলারের মৎস্যজীবীদের উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৫ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা গেলেও দুজন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তখনই খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানায়। ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ পুলিশের সহযোগিতায় ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পক্ষ থেকে এফআইবি বোট এবং কোস্ট গার্ডের হোভারক্রাফ্ট নিয়ে বঙ্গোপসাগরে

নিখোঁজ দুই মৎস্যজীবীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়। নিখোঁজ কমল জানা ও দেব কুমার কর নামখানার দেবনিবাস এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে দুর্ঘটনা কবলে পড়া মৎস্যজীবীর ট্রলার ও নিখোঁজ থাকা ২ মৎস্যজীবীর মধ্যে কমল জানার মৃতদেহ উদ্ধার করে বুধবার দিনই আনুমানিক দুটো নাগাদ নিয়ে আসা হয়, বাকি একজনের খোঁজ চলছে।

বৃহস্পতিবার মৃত ও নিখোঁজ পরিবারের সঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারই সহ নামখানা ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার প্রশাসনের আধিকারিকরা দেখা করেন ও বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা ব্যক্তিগত ভাবে কমল জানার পরিবারের হাতে ১ লক্ষ টাকা এবং নামখানা ব্লক প্রশাসনের ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে রেশন সামগ্রী, নতুন বস্ত্র তুলে দেন এবং মন্ত্রী তিনি নিজেই কমল জানার পুত্র যেহেতু একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করে তার জন্য টিউশন খরচ হিসেবে ৩ হাজার টাকা তুলে দেন এবং বিগত দিনে টিউশনের পড়া খরচা তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহন করবে বলে জানান।

বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, এটি একটি মর্মাহত ঘটনা ঘটে গেছে, তবে সর্বদাই রাজ্য সরকার মৃত এবং নিখোঁজ থাকা পরিবারের পাশে রয়েছে। মৃত কমল জানা পুত্রর স্কুল–পড়াশোনার সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।

হীরক জয়ন্তী

স্মৃতি পটে ফিরে দেখা

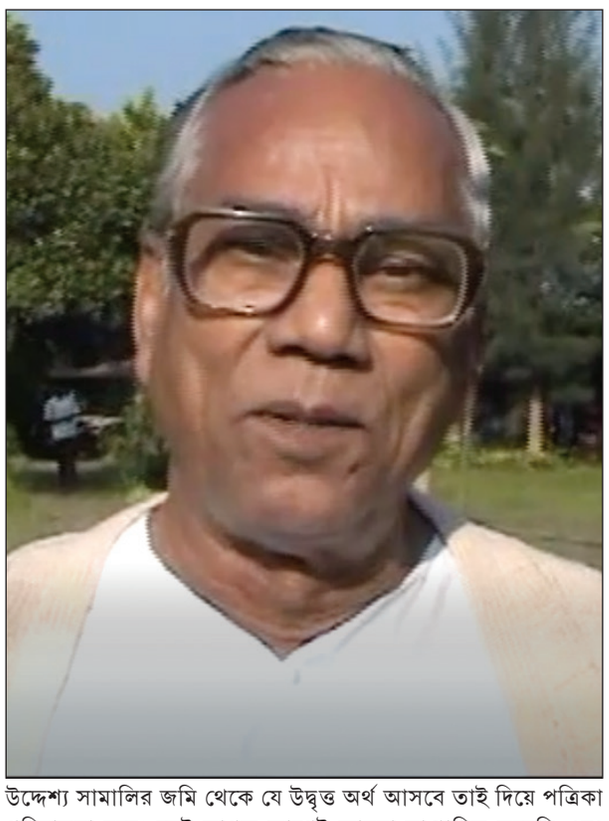

উদ্দেশ্য সামালির জমি থেকে যে উদ্বৃত্ত অর্থ আসবে তাই দিয়ে পত্রিকা পরিচালনা হবে। সেই কাগজ আগেই আমরা সাপ্তাহিক করেছি এবং সেই কাগজ ছিল ৪ পাতা, হল ৬ পাতা এখন তা ৮ পাতার কাগজ চলছে। বহু ইয়ং জেনারেশনকে পাওয়া গেছে। এটা তো প্রফেশন নয় এটা মিশন আমাদের। সেই মিশনারি কাজে এখন অনেক ছেলে এগিয়ে আসছে। আমাদের পরবর্তী কালের যে কার্যক্রম সেইটা আমরা ভাবনা-চিন্তা করছি এবং চিন্তা করছি আলিপুর বার্তাকে কত তাড়াতাড়ি দৈনিকে রূপান্তরিত করা যায়। এই সময় মনে পড়ে আমাদের প্রয়াত সাংবাদিক যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসুর কথা। যখন উনি ১৯৭৩ সালে ১৪ ই এপ্রিল আলিপুর বার্তার সাপ্তাহিকীকরণ হচ্ছে উনি বলেছিলেন আলিপুর বার্তাকে দৈনিক করতে হবে। আজকে আমরা আস্তে আস্তে এমন একটা জায়গাতে পৌঁছচ্ছি, যে এখন সে আশা আমরা করতে পারি।

–তরুণ ভূষণ গুহ
প্রয়াত সম্পাদক, আলিপুর বার্তা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০১ সংখ্যা, ১৮ অক্টোবর – ২৪ অক্টোবর, ২০২৫

ষাটে পা

আলিপুর বার্তা পত্রিকা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশনা জগতে অনেক আগেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কলকাতা শহরের অন্যতম প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে সমমনস্ক সাংস্কৃতিক মনস্ক সমাজ সচেতন দেশপ্রেমী সেবাব্রতী তরুনের দল যে অফুরন্ত প্রাণ শক্তি নিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিল এবারে তা ষাট বছরে পদার্পণ করল। কোন বৃহত্তর পুঁজি কিংবা রাজনৈতিক দলের অনুগ্রহ ছাড়াই যে পত্রিকা সাংবাদিকতার আদর্শকে সম্বল করে সেদিন যাত্রা শুরু করেছিল আজও তা অব্যাহত এবং অমলিন।

এই আলিপুর বার্তা পত্রিকা পরিবারের সঙ্গে যাঁরা নানা সময় যুক্ত থেকেছেন এবং রয়েছেন তাঁরা জানেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি –তরুণ গুহ –আলিপুর বার্তা পত্রিকা একই সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক চলমান সংগ্রামের ইতিহাস।

আলিপুর বার্তা পত্রিকার খবরের জেরে তরুণ গুহকে রাজপথে রক্তাক্ত হতে হয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল লোকসভাতেও। জরুরি অবস্থার সেই সংগ্রামী পথ পেরিয়ে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যানুসন্ধান কমিটি বা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির রিপোর্টে আলিপুর বার্তা হয়েছে প্রশংসিত সম্পাদকীয় নীতি ও নির্ভীকতার জন্য। একদা বহু মৌলিক খবর, তথাকথিত বিগ মিডিয়া হাউস অনায়াসে সাংবাদিকতার পরিভাষায় 'লিফট' করেছে সেসময় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাগজ বলে কথিত আলিপুর বার্তা পত্রিকা থেকে।

ছয় দশক ছুঁয়ে থাকা এবং দীর্ঘ যাত্রা পথে সময়ের নিয়মে বহু সংগ্রামী বন্ধুকে হারিয়েছে আলিপুর বার্তা পরিবার। তাদের ত্যাগ, সেবাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও তাঁদের লক্ষ্যকে আগামী যাত্রাপথের পাথেয় করে পত্রিকার এক ও অভিন্ন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি পরিবার অগ্রগামী পথের পথিক।

সাংবাদিকতার ঐতিহ্য ও সংগ্রামের গভীর শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আজকের আলিপুর বার্তা অভিজ্ঞতার আলোকে, অনুসন্ধানে এবং প্রাসঙ্গিকতায় শুধু পথ দেখাচ্ছে তাই নয়, সমাজের সর্বস্তরের পাঠকের পাশে থাকার পাশাপাশি নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে, যা বাজার অর্থনীতির কর্পোরেট মিডিয়া ভাবনায় অমিল।

সারা বাংলা জুড়েই আলিপুর বার্তার স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট বার্তা যেমন প্রতি সপ্তাহে পৌঁছে যায় তেমনই আলিপুর বার্তার নিজস্ব নিউজ পোর্টাল, ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেল আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে নতুন পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে।

বর্তমান সময়ে নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধনে আলিপুর বার্তা পত্রিকার বৃহত্তর পরিবার হয়ে উঠেছে তাঁর পাঠক সমাজ, যাঁরা প্রতিনিয়ত আলিপুর বার্তার মধ্যে নীরবে খুঁজে পান তাঁদের আনন্দ, তৃপ্তি এবং ভালোবাসা।

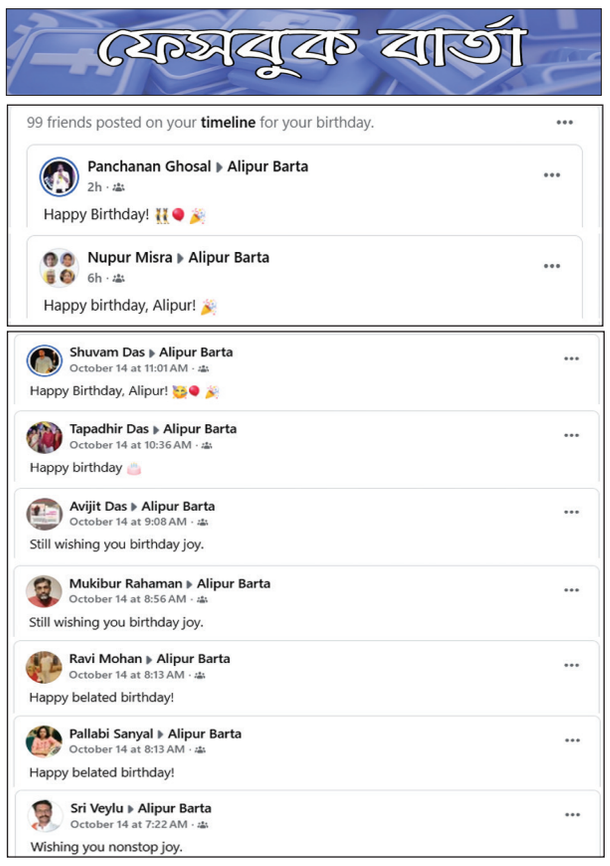

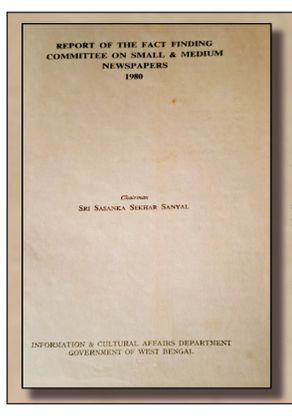
REPORT OF THE FACT FINDING COMMITTEE ON SMALL & MEDIUM NEWSPAPERS 1980

Chairman
SRI SASANKA SEKHAR SANYAL

INFORMATION & CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

5. The Committee noted with satisfaction the quality of the weekly 'Alipore Barta' favourably compares with any other first class papers of the State. It is well edited and nicely printed. Its Puja supplement is rich in contents.

Report of the Fact Finding Committee on small & medium newspapers 1980/ page no. 164
Information & Cultural Affairs Department, Government of West Bengal

রজত জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠান ১৩/১০/১৯৯০
বিবেক নিকেতন, সামালি,বিষ্ণুপুর

প্রকৃত সাংবাদিক খুঁজে পাওয়া কঠিন। আলিপুর বার্তায় তা পাওয়া যায়।

–নিমাই ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক

অতীতে বহুবার সাহসিকতাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের অপরাধে আমরা লাঞ্ছিত হয়েছি। ভবিষ্যতেও নীলকণ্ঠ হয়ে সব দুঃখ লাঞ্ছনাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত আছি।

–বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, আলিপুর বার্তা

পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচশোর বেশি কাগজ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে আলিপুর বার্তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। এই পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত ট্রেজারী কেলেঙ্কারির সংবাদ পরবর্তী কালে বৃহৎ পত্রিকাগুলিতে প্রাথমিক সূত্র হিসাবে কাজ করে। আলিপুর বার্তার সংবাদ প্রকাশের দক্ষতা অনুকরণীয়।

–কল্যাণ চৌধুরী
ভারতীয় বার্তাজীবি সংঘের সভাপতি

যে সংবাদ সমাজের দেশের উপকারে কাজে লাগে না সে সংবাদ সত্য হলেও তা প্রকাশ করা অনুচিত। আসল সমস্যার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে। আলিপুর বার্তা জেলার কাগজ হলেও বিশ্বের খবর যাতে পরিবেশিত হয় তার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বড় বড় পত্রিকার অনুকরণ না করে কোথায় কি ঘটছে তা পাঠককে জানাতে হবে। পাঠকের অনুগত্যই হল সংবাদপত্রের শেষ কথা। সেই অনুগত্য আছে বলেই আলিপুর বার্তা ২৫ বছর টিকে আছে। আরও ১২৫ বছর টিকে থাকবে।

–কৃষ্ণ ধর
সম্পাদক, দৈনিক বসুমতি

বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আলিপুর বার্তা এগিয়ে চলেছে। চেতলার ঘাট সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে আমরা কয়েকজন এই পত্রিকার স্বপ্ন দেখেছিলাম। তখন আলিপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভাবতে পারিনি একদিন এটা জেলা পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

–রঞ্জিত ঘোষ
চিফ রিপোর্টার

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠান ০৬/১১/২০১৬
অহীন্দ্র মঞ্চ, চেতলা, কলকাতা

উল্লেখযোগ্য তথ্য হল এই আলিপুর বার্তাতে আপনারা নারী পাচারের ওপর সংবাদ প্রকাশ করছেন। এটা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সংবাদ প্রকাশ করছেন। তথ্য দিচ্ছেন। এটার খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আলিপুর বার্তা ১৯৬৬ সালের ১৩ অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। আলিপুর বার্তা সঠিক তথ্যসামগ্রীকে তুলে ধরার সংবাদপত্র। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সংবাদপত্রের ঠিক কাজ নয়।

–শ্যামল সেন
প্রাক্তন রাজ্যপাল ও প্রধান বিচারপতি

আলিপুর বার্তা পত্রিকার একটি অসাধারণ রূপ আছে। যেটা দেশকে ভালো বাসে। কোনও সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য এরকমই হওয়া উচিত। একটা সংবাদপত্রের ৫০ বছর লড়াই বেঁচে থাকা এটা অসাধারণ কৃতিত্ব রয়েছে।

–তপতী বসু
বিভাগীয় প্রধান, গণজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আলিপুর বার্তা পেড সাংবাদিকতা করে না। সেটা আমি ওনেক বাজিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখেছি। ওনারা সত্য কথা প্রকাশ করেন। এবং সত্য কথা প্রকাশের হিম্মত রাখেন।

–পি সি সরকার(জুনিয়র)
বিশ্বখ্যাত জাদুকর

আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে নিয়ে ঠিক কী বলা উচিত তা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক গবেষণা হতে পারে। এই পত্রিকা দীর্ঘ ৫০টি বছর অতিক্রম করলো। চোখের পড়ার খবরের কাগজের স্থানীয় গুরুত্ব এখনও আমাদের দেশে আছে, এটা থাকবে এই আলিপুর বার্তাকে কেন্দ্র করে। এবং আগামী প্রজন্মেও থাকবে। তবে কাগজ চালানোর যে মডেল আলিপুর বার্তা তৈরি করেছে। তা আগামী দিনেও থাকবে।

–স্নেহাশিস সুর
বরিষ্ঠ সাংবাদিক

আলিপুর বার্তা পত্রিকার স্বর্ণ যুগ শুরু হলো বলে আমার ধারণা। আলিপুর বার্তা একটা ভিন্ন ধরনের ইমেজ তৈরি করুক, এটাই আমি ওদের কাছে প্রস্তাব করবো। সেই ইমেজ নিয়ে তারা পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারবে।

–শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
মন্ত্রী, বিধায়ক ও প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা

জোরকদমে আর বীর বিক্রমে আরো বড় সাফল্যের পথে এগিয়ে চলুন।

–অধীর রঞ্জন চৌধুরী
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ

আলিপুর বার্তা এই নামটি আমি বহুদিন ধরে শুনছি। বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও এখনও রক্তকরবীর মতো বেঁচেবর্তে আছে। এটাই সব থেকে আনন্দের কথা। একটি রক্তকরবী গাছ যে বেড়ে উঠছে। এটাই আশ্চর্যের। আলিপুর বার্তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আপনারা এগিয়ে চলুন ভয় পাবেন না। আপনারা যে পদ্ধতি কাজ করছেন তাতে তা জয়লাভ করবে।

–প্রদীপ ভট্টাচার্য্য
রাজ্যসভার সাংসদ ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা

আলিপুর বার্তা ছুঁলে মনে হয় একটা পবিত্রতা। আলিপুর বার্তা পড়লে মনে হয় একটি আদর্শ। আর এই আদর্শের মধ্যে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন কাজ। সেখানে ৫০টি বছরটি যেভাবে চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে আলিপুর বার্তা বেঁচে রয়েছে। এটা একটা বড়ো পাওয়া। আলিপুর বার্তা একটা মানুষের সংগ্রহ। আমি আলিপুর বার্তাকে শ্রদ্ধা জানাই।

–অমল নায়েক
শিক্ষক

আমি জেনে আনন্দ হচ্ছি যে, আলিপুর বার্তার কার্যকাল ৫০ বৎসর পুরণ করলো। ১৯৬৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ দরিদ্রের জীবনী সম্বলিত এই মুখপত্রকে আমি সাধুবাদ জানাই। আলিপুর বার্তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

–প্রদীপ আচায
মহকুমা শাসক, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আলিপুর বার্তার সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ সেই প্রথম দিন থেকে। ১৯৬৬সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তরুণ বাবুর সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। আমরা দুজনে কাজে বেড়িয়ে পড়তাম। কাজ আর কি! কাজ হল কাগজটাকে বাঁচানো। আমার কাছ ছিল পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়ন। আর ওনার কাছ ছিল মানুষের জীবনের উন্নয়ন। সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। দারিদ্র্য মোচন। অর্থাৎ দু'জনে প্রায় একই ধরনের কাছ করতাম। সেইজন্য ওনার কাগজের প্রথম দিকে কী কী শিল্প পশ্চিমবঙ্গে গড়া যায়। কীভাবে জীবিকায় নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। স্বাবলম্বী হওয়া যায়। সেই সময় আমি একটি বই লিখে ছিলাম। নাম ছিল 'জীবিকার সন্ধান পশ্চিমবঙ্গ'। এই বই থেকে কিছু কিছু লেখা আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের দু'জনের ভাবনাচিন্তা একই ছিল। তরুণবাবু অত্যন্ত ভালো সংগঠক ছিলেন। যখন তিনি আক্রান্ত হলেন যারা আক্রমণ করেছিল তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। সবকিছুর পেছনে তাঁর প্রাণশক্তি কাজ করছে এবং তিনি একটি সুযোগ্য বাহিনী তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এটাই হচ্ছে বড় কৃতিত্ব তাঁর। অত্যন্ত ভালো সংগঠক ছিলেন। এই সম্বর্ধনা আমাকে দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমি তো আপনাদেরই একজন। আপনাদের সঙ্গেই শুরু করেছিলাম। আমার বাকি সময়টা আপনাদের সঙ্গেই থাকবো। তবু এটা রইল। আর হয়তো কয়েক বছর আছি। বারবার খুলে খুলে দেখবো। তিনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন। তিনি যদি আবার আসেন, আরও আরও বিপুল শক্তি নিয়ে আসুক। আমাদের চারিদিকের অবস্থা কিন্তু আরও জটিল হয়ে গিয়েছে। এই রকম মানুষের খুব প্রয়োজন আছে। আমি আশা করবো আপনারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুন।

–সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
কথা সাহিত্যিক

আলিপুর বার্তা মানে ভাবেন আলিপুরের বার্তা, না তা নয়। এরা নারী পাচার, শিশু পাচার, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে যে কাজ করছে তা সারা বিশ্ব দেখছে। আমি আলিপুর বার্তার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

–অরিন্দম আচার্য্য
প্রাক্তন পুলিশ কর্তা

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার সদর আলিপুর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক আলিপুর বার্তা। কালক্রমে পাক্ষিক ও বর্তমানে সাপ্তাহিক কাগজ হিসাবে প্রকাশিত এই পত্রিকা বহু ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গী। এই পত্রিকায় প্রকাশিত শিহরণ জাগানো খবরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলিপুর ট্রেজারি কেলেঙ্কারী, ডি.সি. পোর্ট বিনোদ মেহেতার হত্যা ইত্যাদি। আমি এই পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও উত্তরণ কামনা করি।

–পল্লব কুমার দাস
পৌর প্রধান, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সংবাদপত্রের পাতায়-পাতায়ও মেলে নিজের মাটির গন্ধ। সংবাদের ধারায় ধারায় বয়ে যায় আমার নদীর জলরাশি। আর এ সব আমি বুঝেছিলাম কিংবা জেনেছিলাম, ''আলিপুর বার্তা'' পত্রিকা পড়ার পরই। জেলার একান্ত নিজস্ব সংবদপত্র বলতে যা বোঝায়, আলিপুর বার্তা –র সংবাদের ছত্রে ছত্রে তার প্রমান মেলে। যদিও সংবাদপত্রটি এই মুহূর্তে জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আলিপুর বার্তা–র বয়স এখন পঞ্চাশ"। আরও এগিয়ে যাবে, ছড়িয়ে পড়বে দেশের প্রান্তে প্রান্তে। 'আলিপুর বার্তা' –র সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই প্রত্যাশা রাখি।

–স্বপন কুমার দাস
সম্পাদক, বিশ্ব সমাচার

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আলিপুরবার্তা তার প্রকাশনার ৫০ বছর পূর্তি পালন করছে। সাধারণ ভাবে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকার এই সুদীর্ঘ ইতিহাস অত্যন্ত কম। আপনাদের পত্রিকা আবহমান কালধরে মানুষের কল্যানে নিয়মিত থাকুক এবং উত্তোরত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক কামনা করছি।

–কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী
সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, কলকাতা

আলিপুর বার্তার চলার পথে পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে হার্দিক অভিনন্দন। বহুদিন ধরে কাগজটিকে লক্ষ্য করে আসছি। পঞ্চাশ বছর খুব বেশী সময় না হলেও খুব কম সময়ও নয়। আলিপুর বার্তার সঙ্গে যুক্ত সকলকে বিশেষ শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকুন। এই পথ চলা যেন না শেষ হয়...

–দেবাঞ্জন চক্রবর্তী
আই আই এস অতিরিক্ত মহানির্দেশক (এম অ্যান্ড সি), প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, ভারত সরকার

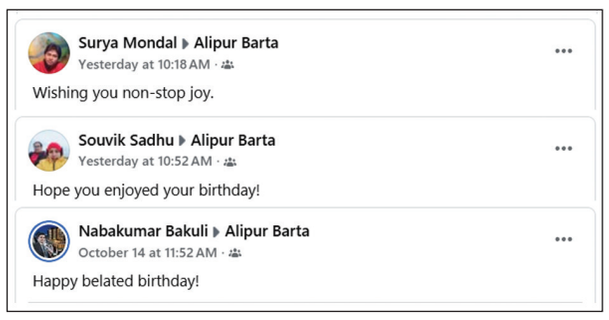

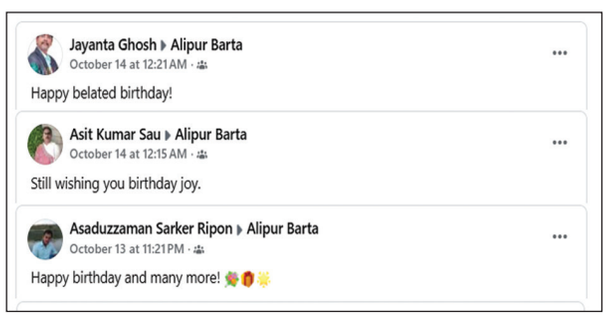

৬০ বছরে পা দিল আলিপুর বার্তা

এ যেন এক অনন্ত যাত্রা.....

এই তো যেন সেদিন ১৯২০-এর ১৩ অক্টোবর বিষ্ণুপুরের বিবেক নিকতনে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান। ২৫ বছর পর ফের একবার তারায় ভরা সুবর্ণ জয়ন্তী উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কলকাতার চেতলায় অহীন্দ্র মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে। দুম করে পেরিয়ে গেল আরও ১০টি বছর। ২৫ পেরিয়ে পঞ্চাশ। সেটাও পেরিয়ে আজ ৬০।

দীর্ঘ এই ৬০ বছর ধরে নির্ভিকতার সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন প্রকাশ প্রমাণ করে আলিপুর বার্তা এক অনন্ত যাত্রার নাম। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, বঞ্চনা, অবহেলার অসংখ্য কাহিনী, গবেষকদের গভীর ভাবনা। সঙ্গে জন অধিকার, দায়িত্ব ও সচেতনতার বার্তা। ১৯৬৬ সালের ১৩ অক্টবর তরুণ ভূষণ গুহর নেতৃত্বে দক্ষিণ কলকাতার প্রাচীন জনপদ চেতলার হিন্দ সংঘ থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজও তা একই ভাবে বহমান। লক্ষ্য সমাধিকারের শিখরে পৌঁছানো। এ পথে চলতে এসে তরুণ বাবুর হাত ধরেছেন যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকে ভৃগুর মত পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন ছোট বড় সময় খন্ডে। কতবার এ পথে এসেছে চড়াই উৎরাই, ছড়িয়ে রাখা কাঁটা। রক্তাক্ত পায়ে এঁরা সেসব নিজেরা অতিক্রম করেছেন, উত্তরসূরীকে শিখিয়ে গিয়েছেন শিরদাঁড়া সোজা রেখে কিভাবে সে পথ পেরোতে হয়। তাই পথ যতই কঠিন হোক এই

অনন্ত পথে আলিপুর বার্তার প্রত্যেক সহযাত্রীর হিংলাজের পথের ক্লান্তি নেই, আছে শুধু সেবার আনন্দ।

তরুণবাবু বলতেন, আলিপুর বার্তা কোনো প্রফেশন নয়, এটা একটা মিশন। সাধারণ মানুষের বঞ্চনার কথা সরকার ও জনসমক্ষে তুলে ধরার এই মিশন শুরু করেছিল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। এই মিশন সরকারি স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে সেই ১৯৮০ সালেই। ছোট মাঝারি সংবাদপত্রের হাল হকিকৎ জানতে গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন আলিপুর বার্তার চালিকা শক্তি হিসাবে সংগঠনিক শক্তির কথা। আলিপুর বার্তার আর্কাইভে আজও এই রিপোর্ট যা তুলে দিলাম আপনাদের জন্য:

এই ৬০ বছরে যাঁরা আলিপুর বার্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা কখনও এই শপথ থেকে বিচ্যুত হন নি। আশা করি আরও এমন বহু বলিষ্ঠ লড়াকু যুবক-যুবতী পাওয়া যাবে যাঁরা এই মিশনকে কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনন্ত যাত্রায় থাকবে নিরলস।

–প্রণব ভূষণ গুহ
সাধারণ সম্পাদক, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও কার্যকরী সম্পাদক, আলিপুর বার্তা

3. "Alipore Barta" and "Barasat Barta" stand out prominently amongst all the weeklies from the point of view of news coverage and organisational knack. The former which is now on the 13th year of its publication, unlike many similar publications in the field, is not a one-man show and a proprietory concern. It is run by a philanthropic organisation, the Nikhil Banga Kalyan Samity which has succeeded in enlisting the support of many young men of Barisha, its centre of publication. This has enabled the organisers to boost the cash sale of the paper to 2,000 copies through "Jatrigoshthi" agencies (Commuters" Service Organisations). The Samity has a membership of 1,100 from whose contribution a fund has been created for running its various acti-vities. The total circulation of the paper is 3,500. The paper which is printed from its own press, is published regularly on Saturdays. The organisers have a plan to enlarge the space allotted for the district news by a page very soon to the whole of West Bengal as a step to converting it into a full fledged daily. According to Tarun Guha, Editor, the philanthropic body has recently acquired 17 bighas of land in Bishnupur P.S. near the Health Centre at Shamali village where an agri-horticultural training-cum-production unit would be opened. This will be managed by Vivek Samity, a wing of the Samity, which has also a scheme for starting a home for the aged. Its foundation had already been laid by Pravash Roy, the Irrigation Minister. The Samity"s newspaper press would ultimately be shifted here.

Report of the Fact Finding Committee on small & medium newspapers 1980/ page no.....

Information & Cultural Affairs Department, Government of West Bengal

শুভেচ্ছা

দীর্ঘদিন ধরে আমি আলিপুর বার্তার একজন গ্রাহক। এটা বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আলিপুর বার্তা পড়ে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এখন এর বিস্তৃতি অনেক ঘটেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে আলিপুর বার্তা এখন বিস্তার লাভ করেছে। এখানে সাংবাদিক হিসেবে যাঁরা আছেন তাঁরা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং তাঁরা সত্যি ঘটনাকে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আপনাদের এই কাগজের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

–বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
স্পিকার, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

জনগণের কণ্ঠস্বর 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকা এই সপ্তাহে তার পথ চলার গৌরবময় ৬০ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই বিশেষ দিনে পত্রিকার সকল পাঠক, লেখক, সাংবাদিক, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ছয় দশকের দীর্ঘ পথচলায় আলিপুর বার্তা কেবল একটি সংবাদপত্র নয়, এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক উজ্জ্বল ইতিহাস। বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, সমস্যা এবং উন্নয়নের খবরাখবর নির্ভীকভাবে তুলে ধরে পত্রিকাটি সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা প্রমাণ করেছে। স্থানীয় সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছনোর এই নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।

আমি আশা করি, আগামী দিনেও আলিপুর বার্তা তার এই নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা বজায় রেখে আরও বহু বছর ধরে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

–বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা
বিধায়ক, সাগর ও মন্ত্রী, সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের ২৪ পরগনা (দ) জেলার মধ্যে প্রাচীনতম একটি সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা ৬০ বছরে পদার্পন করল। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের স্তম্ভ এবং আলিপুর বার্তা তার স্বকীয়তা বজায় রেখে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান।

আলিপুর আগামী দিনে আরও দৃঢ় ভাবে, নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদান করে- এই আশা রাখি।

আলিপুর বার্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীবর্গকে, শুভনুধ্যাযায়ীগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

–দিলীপ মন্ডল
রাষ্ট্রমন্ত্রী, পরিবহন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আলিপুর বার্তার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি সমস্ত পাঠককে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আলিপুর বার্তা ৬০ বছর ধরে নিরলস চেষ্টা করেছে যে সংবাদ মাধ্যমের নিরপেক্ষতা এবং গুণগত মান বজায় রাখতে।

–দেবাশীষ কুমার
বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। যদিও বর্তমানে অনেক সংবাদপত্র গণতন্ত্রের সেই স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারছে না। কিন্তু আলিপুর বার্তা একটি ব্যতিক্রমী সংবাদপত্র। জেলার এই প্রাচীন সংবাদপত্রটি 6 দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা তাদের পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়। ষাট বছরে পদার্পণ একটি নজিরবিহীন ঘটনা। আগামী দিনে এই জেলার মানুষরা আরও বেশি বেশি করে আলিপুর বার্তা পড়ুন এই প্রার্থনা করি। সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর বার্তার গোষ্ঠী এবং সকল সাংবাদিকদের আমার শুভেচ্ছা জানাই।। ধন্যবাদান্তে

–গৌতম দাশগুপ্ত
চেয়ারম্যান,বজ বজ পৌরসভা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনেক সংগ্রাম করে এই পত্রিকাটা করে যাচ্ছেন। সঠিক তথ্য সঠিক খবর আপনারা পরিবেশন করেন। আমি চাই মানুষ আপনাদের পাশে থাকুক।

–প্রবীর মুখার্জী
কাউন্সিলর, ৮৩ নম্বর ওয়ার্ড, কলকাতা পৌরসভা

"আলিপুর বার্তা- ঊনষাট পেরিয়ে ষাট-এ পা দিল। অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন হল। ঊনষাট বছর ধরে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে; এটা হয় তো খুব বিস্ময়ের নয়, কিন্তু এই সাপ্তাহিক পত্রিকার আবেদন দৈনিক সংবাদপত্রের থেকে কম নয়। এটাই বিস্ময়ের! আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা সদর"। এই পত্রিকা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও, আজ সারা বাংলা জুড়েই আলিপুর বার্তা"। আমি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

–সুখেন্দু হীরা
লেখক ও লোকসংস্কৃতি গবেষক। পেশাগত জীবনে রাজ্যপুলিশের আধিকারিক (আই.পি.এস.)। বর্তমানে ডি.আই.জি. (নিরাপত্তা) পদে কর্মরত।

আপনারাও শুভেচ্ছা পাঠাতে পারেন। নাম, ঠিকানা সহ প্রকাশিত হবে এই কলমে।
হোয়াটস অ্যাপ নম্বর –
৯০৮৮৭০৩০৪৪
ই-মেল : alipurbarta1966@gmail.com

অম্লান হয়ে রয়ে গেল সেই ১৩

১৩ অক্টোবর ১৯১১ সালে ভারত ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিংয়ের হিমালয়ের কোলে তার জীবন তরী ডুবে যাওয়ার পূর্বে সূর্যোদয়ের কথা বলেছিলেন। তিনি ভারতের জন্য তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করে চলে গেলেন।

অনেক ঘটনার নেপথ্য চালিকাশক্তি ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতা জগত তাঁকে ভুলে গেলেও ভোলেনি আলিপুর বার্তা পত্রিকা। আজ থেকে ৬০ বছর আগে ১৩ ই অক্টোবর সূর্যোদয়ের রক্তিম রাগে আলিপুর বার্তা সাংবাদিকতা জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। মানুষের সাথে মানুষের পাশে থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় আজ আরও অভিজ্ঞ আরো গতিশীল। সাংবাদিক গুহের (প্রয়াত সম্পাদক তরুণ ভূষণ গুহ) সেই পত্রিকা আজ পল্লবিত মহীরুহ হয়ে উঠেছে সমাজের দর্পণ হয়ে। কত দাবি, কত প্রতিকার, কত প্রতিবাদ, কত সাহায্য, কত হাতে খড়ি, ব্যথা বেদনার কত ছবি -ইতিহাস বুকে নিয়ে স্বতন্ত্রতার ঐতিহ্য বজায় রেখে নতুন প্রযুক্তি, নতুন ভোরের আলোয় নিজেকে মেলে ধরেছে আজ ও আগামীর জন্য। জয় হিন্দ।

– ড. জয়ন্ত চৌধুরী
সম্পাদক, আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তার প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট

আজকের এই দিনটা হাতে এসে পড়তেই হঠাৎ মনে হল- এ তো সেই দিন, যেদিন আলিপুর বার্তার জন্ম হয়েছিল! ছয় দশক আগের সেই সময়টার কথা ভাবলে আজও বিস্ময় জাগে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে কখন যেন তারিখটা এসে গেল।

বিশ শতকের ষাটের দশক- একরাশ স্বপ্ন আর স্বদেশব্রতের সময়। দেশের প্রতিটি চেতনা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে নাগরিক কল্যাণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা আর মানবিকতার পথে। সেই সময়েই এক তরুণ ব্যাঙ্ককর্মী, তরুণ গুহ, নিজের চারপাশের সমাজটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে চাইলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরার, প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠার সংকল্পে তিনি জন্ম দিলেন এক পত্রিকার- আলিপুর বার্তা।

এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট- অন্যায়ের মুখোশ খুলে দেওয়া, নীরব মানুষের স্বর হয়ে ওঠা, এবং এক স্বচ্ছ সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস। তরুণবাবুর বিশ্বাস ছিল, স্বচ্ছতা মানে কেবল তথ্য প্রকাশ নয়, বরং অপ্রাপ্তির মীমাংসা। মানুষকে তার না-পাওয়াগুলোর কথা বলতে শেখানোই ছিল এই উদ্যোগের আসল লক্ষ্য।

৬০ বছর আগের অবিভক্ত ২৪ পরগনার কথা ভাবলে বোঝা যায়, কতটা প্রয়োজন ছিল এমন এক কণ্ঠের। যদিও আলিপুর বার্তা আজ সারা বাংলার কথা বলে। তখনও গ্রামীণ প্রান্তের খবর নাগরিক সংবাদপত্রের পাতায় জায়গা পেত না। কিন্তু আলিপুর বার্তা সেখানেই রেখেছিল নিজের আলাদা স্বাক্ষর। সুন্দরবন, কাকদ্বীপ, নামখানা, টাকি, হাসনাবাদের মতো অঞ্চলের খবর প্রথম জোরালোভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এই পত্রিকাতেই।

পত্রিকার প্রতিটি স্তরেই ছিল নতুনত্ব সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা, পরিবেশন, এমনকি বিক্রির পদ্ধতিতেও। দুর্গাদাস সরকার, রবি নন্দী, রথীন্দ্রনাথ নন্দী, বাবলু নন্দী, হীরালাল চন্দ্র এই নামগুলিই সেই সময়ের প্রাণশক্তি। এঁদের বাইরেও অনেকে ছিলেন। কেউ কেউ প্রথাগত সাংবাদিকতা শেখেননি, কিন্তু তাঁদের তাগিদ ছিল প্রবল। তাঁরা দুর্গম গ্রামে গিয়ে খবর সংগ্রহ করতেন, আবার নিজেরাই সেই পত্রিকা পৌঁছে দিতেন পাঠকের হাতে। কোনো পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন হলে, তা যেন পৌঁছে যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এই ছিল তাঁদের দায়িত্ববোধের পরিচয়।

আলিপুর বার্তা জানত, কেবল খবর ছাপা নয়, খবরের ফলও দেখতে হয়। তাই এই পত্রিকা হয়ে উঠেছিল বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। সমাজের প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠে তুলে দিয়েছিল ন্যায়ের দাবি।

আজ যখন এই পত্রিকার ৬০ বছর পূর্ণ হল, তখন একটাই কথা মনে আসে — কত মানুষ, কত হাত, কত প্রাণ এই স্বপ্নটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে! প্রতিকূলতার ঢেউ পেরিয়েও তাঁরা শুধু টিকে থাকেননি, বরং পত্রিকাটিকে সাজিয়ে তুলেছেন এক আধুনিক, আকর্ষণীয় রূপে। আজ আলিপুর বার্তা যেকোনো বাণিজ্যিক সংবাদপত্রের মতোই অঙ্গসৌষ্ঠবে, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ।

দুর্গাদাস, রবি, রথীন্দ্রনাথ- এঁরা আজ আর নেই। বাবলু দার খোঁজ জানা নেই, কিন্তু হীরালাল চন্দ্র আজও কাজ করছেন সেই পুরনো আন্তরিকতায়, সেই পুরনো ঘরানায়। আর এখানেই আলিপুর বার্তার সাফল্য। তরুণ গুহ এমন এক সামাজিক মডেল তৈরি করেছিলেন, যেখানে প্রত্যেকেরই জায়গা আছে- প্রান্তিক, অবহেলিত, অবদমিত-সবার।

আলিপুর বার্তা কেবল একটি পত্রিকা নয়; এটি প্রতিবাদের ভাষা, বাঁচার ভরসা, একসঙ্গে বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

সময় অনেক বদলেছে। প্রযুক্তি এসেছে হাতে, সংবাদ আজ মুহূর্তে পৌঁছে যায় মোবাইলের পর্দায়। কিন্তু তবু, স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব আজও অপরিসীম। কারণ, প্রতিটি সমাজের আসল পরিবর্তনের গল্প শুরু হয় ছোট ছোট জায়গা থেকেই— সেই গাঁয়ের রাস্তা, সেই নদী পারের বাজার, সেই বিদ্যালয়ের মাঠ থেকেই।

এইখানেই আলিপুর বার্তার প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট। যখন মূলধারার সংবাদ মাধ্যম শহুরে ঝলমলে আলোয় মগ্ন, তখন প্রান্তিক মানুষের সমস্যার কথা, গ্রামের খবর, নদীভাঙনের বেদনা, কিংবা স্থানীয় উদ্যোগের সাফল্য— সবকিছুই আজও তুলে ধরে আলিপুর বার্তা।

তরুণ গুহের শুরু করা সেই 'প্রতিবাদের ভাষা' আজও এক নীরব শক্তি হয়ে বেঁচে আছে। সময় বদলেছে, প্রজন্ম বদলেছে, কিন্তু এই পত্রিকার আত্মা— সমাজের পাশে থাকা— বদলায়নি।

তাই ৬০ বছর পূর্ণ করে আলিপুর বার্তা আজ শুধু এক স্মৃতির নাম নয়, এক দায়বদ্ধতার ইতিহাস। এক আশ্বাস— যে কলম সত্যের পথে হাঁটে, তাকে সময় কখনও হারাতে পারে না।

– ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা
সহ সভাপতি, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি

৭৫ বছর উদযাপনেরও সাক্ষী থাকতে চাই

দেখতে দেখতে আলিপুর বার্তা সংবাদপত্র ৬০ বছরে পদার্পণ করল। ২৪ পরগনা ও কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন আলিপুর বার্তা সারা বাংলা জুড়ে। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ অর্থাৎ ৫০ বছর উদযাপন হয়েছিল চেতলার অহিন্দ্রমঞ্চের ২০১৬ সালে। পত্রিকার প্রাণপুরুষ তরুণ ভুষণ গুহ অবশ্য তার আগেই ২০১০ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁকে বা তাঁর আদর্শকে সামনে রেখেই ৫০ বছরের উদযাপন অনুষ্ঠান ছিল মনে রাখার মত। রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া জগতের মহারথীরা সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আলিপুর বার্তা সম্মান গ্রহণ করেছেন। তারপর দেখতে দেখতে আরও ১০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। পত্রিকার ব্যাপ্তি ও প্রসার আরও বেড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৫টি মহাকুমাতেই আলিপুর বার্তা এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার

সুদূর গোসাবা, বাসন্তী, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা এলাকাতে দিন দিন আলিপুর বার্তার প্রসার ও প্রচার বাড়ছে, বাড়ছে পাঠক সংখ্যাও। আলিপুর সদর মহাকুমার বজবজ, বিষ্ণুপুর, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা, বজবজ পৌরসভা, পুজালী পৌরসভা, মহেশতলা পৌরসভা, এলাকায় আলিপুর বার্তা এখন দৈনিক সংবাদপত্র সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সমানতালে।

আলিপুর বার্তা প্রথম থেকেই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপোষ না করে নিরপেক্ষভাবে তার আদর্শ অক্ষুন্ন রেখেছে। সেই আদর্শ অখন্ন রাখার জন্য দীর্ঘ সময়ে কখনো কখনো পথ চলতে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে কোন প্রতিকূলতাই আলিপুর বার্তার পথকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি। বিশ্বাস, আগামী দিনেও আমাদের এই পথ চলা যেন অবিরামভাবে চলতে থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতার পাশাপাশি এখন আলিপুর বার্তা নিয়মিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া বীরভূম হুগলি পূর্ব বর্ধমান বাঁকুড়া উত্তরবঙ্গতেও। আগামীদিনে আমাদের পত্রিকার ব্যাপ্তি ও প্রসার আরো বৃহত্তর হবে। হীরক জয়ন্তী বর্ষ অর্থাৎ আলিপুর বার্তার ষাট বছরের পদার্পণ উপলক্ষে সারা বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠান সেমিনারের আয়োজন করার পরিকল্পনা চলছে। খুব শীঘ্রই সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে সকলকে। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের ৬০ বছর পদার্পণ উপলক্ষে সমস্ত অনুষ্ঠান যেন সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে এই প্রার্থনাই করি।

–কুনাল মালিক
সহ-সম্পাদক, আলিপুর বার্তা

সাইনবোর্ডে ইংরেজি ও বাংলা অক্ষর একই মাপের হতে হবে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা পৌর এলাকার দোকান–অফিস–আদালত–কলকারখানা–স্কুল–কলেজ–ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলা অক্ষরে লেখা নিয়ে যে নির্দেশিকা পৌরসংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দিয়েছে। তাকে মধ্য কলকাতার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ জোরালো সমর্থন জানিয়েছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সাইনবোর্ডের উপরের অংশে বাংলা অক্ষরে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে। সজল ঘোষের প্রশ্ন ওই নির্দেশিকায় 'প্রমিনেন্ট সাইজ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট মাপ নোটিফিকেশন ঘোষণা করা উচিত ছিল। সাইন বোর্ডে দোকানের নাম বাংলা অক্ষরে ছোট্ট করে লিখে নিয়ম রক্ষা করলে চলবে না। সিগারেটের প্যাকেটের ক্ষেত্রে যতো মাপের প্যাকেট হবে, তার এক–তৃতীয়াংশ জুড়ে 'স্ট্যাটিউটরি ওয়ার্নিং' দিয়ে হবে। সেরকমই নিয়মটা হওয়া উচিত যে মাপের সাইন বোর্ড হবে, তার একটি নির্দিষ্ট মাপের বাংলা অক্ষরে দোকানের নাম লিখতে হবে।

এই প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরা সাইনবোর্ডে ইংরেজিসহ অন্য ভাষায় যে মাপের অক্ষর লিখবো, ঠিক একই মাপের বাংলা অক্ষরে দোকানের নাম লিখতে হবে। সাইনবোর্ডের মধ্যে যতোটা জায়গা ইংরেজি বা উর্দু ভাষাকে দেবেন, ঠিক ততোটা জায়গা বাংলা ভাষাকেও দেবেন। এটাই হল প্রকৃত বার্তা। অন্যথা যেন না হয়। এটাই নোটিফিকেশনে থাকবে। মহারাষ্ট্রে যেমন সাইনবোর্ডে যে মাপের ইংরেজি অক্ষরে দোকানের নাম লেখা

আছে। ঠিক একই মাপের মারাঠা অক্ষরে দোকানের নাম লেখা আছে।'

মহানাগরিক আরও জানান, 'আমরা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলবো। কিন্তু হিন্দি ভাষার বিরোধী নই। সগর্বে মীনাদেবী পুরোহিত নিজ হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন। আবার আনোয়ার খানও সগর্বে নিজের উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন। উর্দু, হিন্দি, তামিল ইত্যাদি হল ভারতীয় ভাষা। বিদেশি ভাষা নয়। বাংলাও ভারতীয় ভাষা। আমি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি অর্থাৎ উর্দু–হিন্দি ভাষার বিরোধী নই। কিন্তু বাংলা ভাষার সম্মান এটা আমার কাছে সবথেকে বেশি। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে উর্দু ভাষা ইংরেজি ভাষা শেখানো হয়। তবে আমরা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলি মানেই আমরা বাংলাদেশী। এটা কখনই নয়। আমরা ভারতীয় বাঙালি। আমরা ভারতীয়। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ভাষী, উর্দু ভাষী, গুজরাটি ভাষীরা যেভাবে সসম্মানের সঙ্গে বসবাস করছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করবে এবং অন্য রাজ্যে সসম্মানে ভারতীয় হিসাবে মাথা তুলে বসবাস করবে। এটাই হল মূল উদ্দেশ্য।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থার অধ্যক্ষা মালা রায় গত ২৫ জুলাই পৌরপ্রতিনিধিদের মাসিক পৌর অধিবেশনের প্রশ্ন–প্রস্তাব ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষায় লিখে তাঁর ঘরে জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন।

বার্তা

যাত্রা: ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে ঐক্য পদযাত্রার আয়োজন করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া ও যুব দপ্তরের অধীনস্ত মেরা যুব ভারতের পক্ষ থেকে। এবিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা তুলে ধরেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য আধিকারিক অশোক সাহা।

প্রদান: সসম্প্রতি শুভ বিজয়া সম্মেলনী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডলের জনসংযোগ দপ্তরে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে সংবর্ধিত হলেন ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর রজত শুভ্র নষ্কর। সংবর্ধনার শংসাপত্র তুলে দেন দিলীপ মন্ডল এবং সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রেরস্পাদক স্বপন কুমার রায়।

বৈঠক: ১৩ অক্টোবর কলকাতায় কেন্দ্রের খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের সচিব সঞ্জীব চোপড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মনোজ কুমার গঁগে (অবসরপ্রাপ্ত) এবং ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ও সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা বৈঠকে সচিব চোপড়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুত এবং বিতরণের দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য–সহ খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তব রূপায়নের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। এই বৈঠকে নাগরিকদের সুবিধার জন্য সকল খাদ্য বন্টন ও কল্যাণমূলক প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরা হয়।

কালীঘাটে প্লাবন রোধে টলিনালায় ব্যারেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২ বছর পরে দক্ষিণ কলকাতার ওপারের আদিগঙ্গা সংলগ্ন কালীঘাট আর ভবানীপুর আর এপারের আদিগঙ্গা সংলগ্ন চেতলা অঞ্চল আষাঢ়–শ্রাবণ–ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষার ভরা জোয়ার ও মরা জোয়ারে প্লাবিত হবে না। খিদিরপুরের হেস্টিংস মোড়ের অনতিদূরে হুগলি নদী ও টলিনালা(আদিগঙ্গা) সংযোগ স্থল দইঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দফতর একটি বাঁধ(বড়ো লকগেট) তৈরি করতে চলেছে। ১৫ অক্টোবর পৌর অধিবেশনে বিল পাস হল, সেই বিল এখন টেন্ডারিংয়ের পথ। ফলে ওই তিন এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি পারেন।

১৫ অক্টোবরের অপরাহ্ণে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'হেস্টিংস মোড় সংলগ্ন দইঘাটের কাছেই কলকাতা পৌরসংস্থা একটি বাঁধ তৈরি করবে। কারণ প্রতি বছর আষাঢ়–শ্রাবণ–ভাদ্র মাসের ষাঁড়াষাঁড়ি বানসহ অন্যান্য বানে কালীঘাট চত্বর ডুবে যায়। আবার শীতকালে পৌষ–মাঘ মাসে কালো জল রোধে বা যদিও যতোটুকু আসবে তা পরিষ্কার জল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে। সেজন্য দইঘাটে একটি বাঁধ তৈরি করা হবে। বন্যা বা বানের সময় জলটা রোধ করা হবে। আর অন্যসময় পরিষ্কার জল ঢোকানো হবে। আর নোংরা কালো দুর্গন্ধ যুক্ত জলটা বের করে দেওয়া হবে। এটা আগামী ২ বছরে তৈরি করতে ১৩৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পড়বে। এটা পরবর্তী ৫ বছর মেনটেনেন্সের জন্য দেওয়া হচ্ছে। টলিনালা সংলগ্ন যারা থাকে, তাদের বাড়িতে–ঘরে জোয়ারের জল ঢুকে যায়। এছাড়াও আদিগঙ্গা(টলিনালা) রিজুভিনেটপশন প্ল্যানে কলকাতা পৌরসংস্থা ৮১৭ কোটি টাকা ব্যয় করছে নয়া পাম্পিং স্টেশনসহ ইত্যাদি তৈরি করতে।

আদিগঙ্গার ডিসিল্টেশনের কাজটা ইতিমধ্যেই রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতর থেকে করে দেওয়া হয়েছে। এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হলে সব থেকে বেশি উপকৃত হবে ৭৩, ৮২, ৮৩ ও ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পৌরপ্রতিনিধি প্রবীর মুখোপাধ্যায় মাঝেমধ্যেই পৌর অধিবেশনে তার ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের বানভাসি অবস্থার সমাধানে কিছু একটা করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতেন। এবার আগামী ২ বছর বাদে সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার অর্থে পৌর ইঞ্জিনিয়াররা ২ বছরে এই বড়ো মাপের লকগেটটি দইঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি করবে।

পার্কিংয়ে বাতিল হবে ট্রেড লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌর এলাকার অলি–গলি–তস্য গলি এবং রাজপথে বেআইনি পার্কিং একটা বড়োসড়ো সমস্যা। বিশেষ করে ৬ ফুট–৮ফুট–১০ ফুট চওড়া রাস্তাতে যেভাবে চার চাকা বা দু'চাকা গাড়ি পার্কিং করে রাখে সেজন্য প্রয়োজনের সময় অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলের মতো জরুরি পরিষেবার গাড়ি চলাচল করতে পারে না। এই বিষয় নানা কারণের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হল, ওইসব অপ্রশস্ত রাস্তায় থাকা বহুতলগুলির কার পার্কিংয়ের জায়গা বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আর কলকাতা পৌরসংস্থাও তাদের কোনও তথ্য সামগ্রী না দেখে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে পার্কিংয়ের জায়গাকে আইনত করে দিচ্ছে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার শাসক দলেরই পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের প্রস্তাব যেসব বহুতলে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য বরাদ্দ জায়গায় অনৈতিক ভাবে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে যাঁরা ট্রেড লাইসেন্সের জন্য ফর্ম কলকাতা পৌরসংস্থার লাইসেন্স দফতরে জমা দিয়েছে ও দিচ্ছে বা ট্রেড লাইসেন্স ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছে, তাঁদের চিহ্নিতকরণ করে সেই ট্রেড লাইসেন্স গুলি অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। এবং এই বাতিল করার মধ্যে দিয়েই গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সেই গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যাবস্থাতে যাতে নির্দিষ্ট ভাবে পার্কিং হয়, সেটা কোনও ভাবে ব্যবসায়িক কাজে সেই পার্কিং স্থলগুলি ব্যবহৃত না হয়। নাহলে এই অপ্রশস্ত রাস্তা গুলির অবস্থা খুবই খারাপ হবে।

এই প্রস্তাবের ওপর কলকাতা পৌরসংস্থার বড়োবাজার অঞ্চলের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা তৃণমূল দলের

পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের তোলা প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, কলকাতা পৌর এলাকায় কার পার্কিংয়ের বর্তমান এই ভেঙে পরা অবস্থার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে দায়ী করেন। কারণ তিনিই হলেন বিল্ডিং দফতরের মেয়র পারিষদ। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা গুলি 'রেগুল্যারাইজেশন' করে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দিচ্ছেন বলে বিজয় ওঝা জানান। তিনি আরও জানান, একটা ছোট্ট গলির মধ্যে ১২–১৫টি বাইকের পার্কিং হচ্ছে। মেয়র পারিষদরা নির্দিষ্ট করে অভিযোগ জানাতে বলেন। আর পরে দেখা যায় ওই নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গাটি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্প মেরে নিয়মিতকরণ কলকাতা পৌরসংস্থাই করে দিয়েছে। বেয়াইনি পার্কিং এটা কেবল বড়োবাজার অঞ্চলের সমস্যা নয়। সারা কলকাতা শহরের সমস্যা। শরীর খারাপ হলে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে না। আগুন লাগলে দমকল দফতরের গাড়ি ঢুকবে না। এটা একটা জনসমস্যা।

এই প্রস্তাবের উত্তর মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বহুতলের কার–পার্কিংয়ের জায়গায় অবৈধ ব্যবহার হলে কেএমসি বিল্ডিং দফতর ২০০৯ এর বিল্ডিং রুল ১৮০ ধারা অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।' তিনি আরও জানান, 'আগে কী আমি বলতে পারবো না। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেকটি 'চেঞ্চ অভ ইউজের' ক্ষেত্রে মেয়র পারিষদের মিটিং থেকে অনুমোদন নিতে হয়। এখন বেছে বেছে দেখে নিয়ে তবে সেটার অনুমোদন দেওয়া হয়। কলকাতায় গাড়ির সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কার–পার্কিংয়ের জায়গা নেই। কলকাতার সম্প্রসারণ হচ্ছে না। কলকাতায় রাস্তা পার্ক নিয়ে ৭ শতাংশ খালি রয়েছে। কার–পার্কিংয়ের জায়গায় ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হলে সেই ট্রেড লাইসেন্স বাতিল হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে পার্কিংয়ের জায়গায় ব্যবসা করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া মানেই বা ৪০১ ধারায় নোটিশ দেওয়ার পর স্যাংশন হওয়া মানে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে স্ট্যাম্প পরে গেল তা নয়। কারণ এটা পৌর আইনের বিরুদ্ধে কাজ হচ্ছে। পৌর আইন শুধু হেয়ারিং অফিসার কাছেও তা নয়। তার ওপরেও অনেক গুলি ফোরাম আছে। সেখানে বিচার চাওয়া যেতে পারি।' বিশ্বরূপ দের প্রস্তাবে পৌর মেয়র পারিষদও সহমত জানাই। আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারে না আমি নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। বরো ৯ অধ্যক্ষা দেবলীনা বিশ্বাসও দেখেছে। খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ মার্কেটে বা জান বাজারে যা ঘটলো।'

মুখোশ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিন্দ সংঘ, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং চারুকলা ফাইন আর্টসের উদ্যোগে চেতলার হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গনে ১২ অক্টোবর 'মুখোশ কর্মশালা'র আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা স্বনামধন্য চিত্রকর মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপিকা মৃন্ময়ী দেব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, সংঘের সভাপতি তথা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ। সকলেই বাংলার মুখোশ এবং কর্মশালার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চারুকলা সংগঠনের মুখ্য রাজদীপ দাস, হিন্দ সংঘের অঙ্কন শিক্ষিকা রিয়া দাস, সংঘের সম্পাদক নন্দগোপাল ঝাঁঝ, সহ–সভাপতি সমীর দে, সদস্য প্রিয়ম গুহ, শুভম দে, মৈনাক ইন্দু, প্রীতম দাস সহ অন্যান্যরা।

এই কর্মশালায় কচিকাঁচারা যেমন অংশগ্রহণ করে তেমন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা গবেষক শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে। নতুন ভাবে মুখোশ তৈরি শিখতে পেরে তারা সকলেই আপ্লুত। শংসাপত্র প্রদানের মাধ্যমে কর্মশালাটি শেষ হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহন করে সৃজিতা ভৌমিক, মালা ঘোষ, সাগরিকা পট্টনায়ক, আবির প্রসাদ, শেখ আবান, অভিরাজ মণ্ডল, অঙ্কুশ দাস, সোহম পাল, স্নেহা ভৌমিক, শিবাঙ্গসী চক্রবর্তী, অঙ্কুশ সাউ, লক্ষ্মী সাউ, অভীক মজুমদার, ডোনা মিত্র, শ্রয়ী সানা, রিশান চ্যাটার্জী, বুধাদিত্য ঘোষ, রিয়া হালদার, সুচিতা সরকার, ঋতুশ্রী মল্ল্য ও সোমা পল্ল্যে।

জয় মা কালী

ময়দা গ্রামে পাতাল ভেদী দক্ষিণা কালীর মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরের বহড়ুর ময়দা গ্রামে পাতাল ভেদী দক্ষিণা কালীর মন্দির বহু প্রাচীন। এই মন্দিরে কোনও দেবী মূর্তি নেই। নদীগর্ভ থেকে পাওয়া একটি শিলাকে চতুষ্কোণ গহ্বরে দেবীর প্রতীক হিসেবে রেখে পুজো করা হয়। শিলাটি পাতালভেদী এবং তার সর্বাঙ্গে সিঁদুরমাখা। এই শিলাকেই দক্ষিণা কালীর রূপে পুজো করা হয়। শিলারূপী কালী আবার স্বয়ম্ভু নামেও পরিচিত। কথিত আছে, ১৫০০ শতকের শেষের দিকে পর্তুগিজদের একটি অংশ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ময়দা নামক এই গ্রামে চলে আসে এবং গঙ্গার তীরকে বেষ্টন করে তারা মূলত বাণিজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ করে। ময়দা গ্রাম সে যুগে বাণিজ্য স্থাপন করার ক্ষেত্রে ছিল খুবই উপযুক্ত, সেই সব চিন্তাভাবনা থেকেই পর্তুগীজরা এই অঞ্চলের নামকরণ করেন মাদিয়া। সেই নাম অনুসারেই গ্রামের নাম রাখা হয় ময়দা। অনেকে বলেন, এই পুজোর দায়িত্বে ছিল পাঠক বংশ। এই বংশের অন্যতম হলেন সাধক ভবানী পাঠক। তিনি নিজে পাতালভেদী

কালীর পুজো করতেন। এই মন্দিরের পিছনে বকুলগাছের তলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করতেন তিনি। প্রথা মেনে কালীপুজোর রাতে জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের নামে সংকল্প করে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অন্য মানতকারীদের পাঁঠাও বলি হয়। এখন মন্দিরে চলছে সাজ সাজ রব। রংয়ের পোচ পড়েছে মন্দিরের সর্বত্র। মন্দির কমিটির সদস্য বলেন, মায়ের শিলাও এবার রং করা হচ্ছে। মা দক্ষিণাকালীর পুজো হওয়ায় কারণে ময়দা সহ আশপাশের গ্রামে কোথাও কালীপুজো হয় না। কোনও বাড়িতেও হয় না। জানা যায়, বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বংশধর গঙ্গাধর চৌধুরী ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ময়দায় এই কালীমন্দির নির্মাণ করেন। মা দক্ষিণাকালী সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। নৌকো করে গঙ্গা দিয়ে যাওয়ার সময় গঙ্গাধরের চোখে পড়েছিল, বকুল গাছের ডালে বসে থাকা এক বালিকাকে। সেই শিশু কন্যাটি সেই রাতেই জমিদারের স্বপ্নে দেখা দেয়।

এই মন্দিরে আসতে গেলে শিয়ালদহ দ: শাখার নামখানা লোকালে বহড়ু স্টেশনে নেমে ভ্যান যোগে ময়দা কালীবাড়িতে আসতে হবে।

গঙ্গাসাগরে নৈহাটির বড়মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও সমাজসেবার বার্তা নিয়ে এ বছর ১১তম বর্ষে পদার্পণ করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের খানসাহেব আবাদ এলাকার 'শ্রীশ্রীশ্যামা পুজো কমিটি'–র পুজো। প্রতি বছরই এই কমিটির পুজোতে থাকে নতুনত্বের ছোঁয়া। কিন্তু এ বছর তাদের প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে নৈহাটির সুপ্রসিদ্ধ বড়মা–এর আদলে তৈরি কালী প্রতিমা। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বছর তাদের কালী প্রতিমা তৈরি হচ্ছে প্রায় ২১

ফুট উচ্চতার। শুধু গঙ্গাসাগর নয়, দূর–দূরান্তের বহু ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

পুজো কটা দিন ধরে কেবল আরাধনাই নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যেও একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শ্রীশ্রীশ্যামা পুজো কমিটি। পুজোর সময়ে রক্তদান শিবির এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের মতো নানা ধরনের সমাজ সেবামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন আশা করছেন, ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি এমন মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে পুজোটি অন্যমাত্রা যোগ করবে।

৩৫ ফুটের কালী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুজো মানেই মায়ের আরাধনা আর সেই সঙ্গে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব। এবার গঙ্গাসাগরের কয়লাপাড়া সেই উৎসবকে নিয়ে যাচ্ছে এক নতুন উচ্চতায়। স্থানীয় ফুটবল মাঠে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে এক বিশাল কালী প্রতিমা, যার উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। উত্তর হারাধনপুর ও দেবী মথুরাপুর যুব গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় এই পুজো এবার রজত জয়ন্তী বর্ষে, অর্থাৎ ২৫ তম বছরে পা রাখল।

২৫ বছর ধরে এই পুজো তার সাবেকিয়ানা বজায় রেখেও প্রতি বছরই দর্শনার্থীদের জন্য নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়। প্রতিমার উচ্চতা বৃদ্ধিই তাদের মূল আকর্ষণ। পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রতিবছরই তারা প্রতিমার উচ্চতা বাড়াচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে ২৫ ফুট, আর গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে সেই উচ্চতা বেড়ে হয় ৩২ ফুট। আর এ বছর ২৫ তম বর্ষে তা আরও ৩ ফুট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ ফুটে। এই সুউচ্চ কালী প্রতিমা দেখতে বহু মানুষের ভিড় হবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

পুজোকে ঘিরে উৎসবের আমেজ এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে কয়লাপাড়ায়। কালীপূজার ক'টা দিন শুধু পুজো–আর্চনা নয়, মনোরঞ্জনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। থাকছে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। ছোটদের জন্য ফুটবল মাঠের একপাশে বসানো হচ্ছে নাগরদোলা সহ বিভিন্ন ধরনের রাইড। এছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে বিভিন্ন ধরনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা দূর–দূরান্তের মানুষকে আকর্ষণ করবে। পুজোর উদ্যোক্তারা আশা করছেন, রেকর্ড উচ্চতার এই কালী প্রতিমা দেখতে এবার

উপচে পড়া ভিড় হবে কয়লাপাড়ায়। সব মিলিয়ে, কয়লাপাড়ার এই কালীপুজো এবার জেলার অন্যতম সেরা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে।

১০২ বছরে পদার্পণ করল কাকদ্বীপ শ্মশান কালী মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ বছরেরও প্রাচীন কালী মন্দির এখন ভক্তি রসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে সারা দেশের মানুষের কাছে। ভিন রাজ্য থেকে গঙ্গাসাগরে আসা পুণ্যার্থীদের কাছেও এখন তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে কাকদ্বীপের শ্মশান কালী মন্দির। বিশেষত কালী পুজোর দিন ভক্তদের সমাগমে আরও জাগ্রত হয়ে ওঠে এই কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণ। প্রায় ৫ হাজার ভক্ত এদিন মন্দিরে ডালা দিয়ে পুজো দেন। সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ ও কুলপির প্রচুর সংখ্যক মানুষ পুজোর দিন মন্দিরে রাত জেগে কাটান। সারারাত ধরে চলে দণ্ডী কাটা, ধুনুচি যজ্ঞ সহ পূজার্চনা হয়। এলাকার মানুষের বিশ্বাস এই মন্দিরের শ্মশান কালী মাতা খুবই জাগ্রত।

জানা গিয়েছে, ১৯২৪ সালে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ অঞ্চলে বহিরাগত এক কাপালিক এসেছিলেন। তিনি এই এলাকার শ্মশানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শ্মশানের একটি বটগাছের নিচে তিনি আস্তানা গেড়ে ছিলেন। তার পাশেই তাল পাতার ঘর বানিয়ে একটি মাটির কালী প্রতিমা তৈরি করে পুজো করতেন। এই মন্দির ধীরে ধীরে এলাকাবাসীর মনে জায়গা করে নিয়েছিল। পরে মন্দিরটি টালি চাপিয়ে চাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ২৬ বছর আগে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় কংক্রিটের একটি সুদৃশ্য মন্দির বানানো হয়েছে। বর্তমান ভিন জেলা থেকেও প্রচুর ভক্ত এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন।

কবিতা

স্থির বসে থাকা
অভিনন্দন মাইতি

ভারাক্রান্ত সময়ের মুখে থাকে না আশ্রয়ের খড়
উড়ে যেতে উদ্যত পাখী
বারবার নীরব বেহাগ বাজে
কোথাও শোনাচ্ছেন না বিসমিল্লাহ সানাই
দমকা বাতাসে উল্টো আবহ
নদী জুড়ে উত্তাল সিত্রাং–এর উচ্ছ্বাস
আবার এলোপাথাড়ি সংসার
কেউ নেই স্বপ্ন বন্ধকীর
বিচ্যুতির বেড়ে যায় জল
কূলের কাছে ফ্যালফ্যাল বসে আছি স্থির

(হরেন্দ্র নগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

ঋণী
আরতি দে

অবহেলা! সে তুমি করতেই পারো
ভালোবাসি বলে তোমারও যে বাসতে হবে
আছে নাকি কোনো অভিধানে!
ঘাম ঝরেছে পড়েছে ঝরে রক্ত
বুঝতেই পারো নি কোনদিন
প্রতীজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে দাও নি তার মূল্য
হয়তো আমিই ছিলাম অজ্ঞ।
পৃথিবীর শিরা উপশিরায় এখন
ক্ষুরের টানটান দাগ
কত যে গড়িয়ে পড়ছে দীনের রক্ত
চাই তোমাকে পিছু ডাকি
ভালো থেকো অক্ষত থেকো
ভালো তোমায় বেসে যাবো অনন্তকাল
অবহেলার বৃন্তেও থাকে অমুল্য রতন
নিরম্বু উপবাসী থেকেও
আমি তোমার কাছে ঋণী
পাহাড় উতরে তুমিই দিয়েছিলে
সাগরের ঠিকানা

(শহীদ নগর, কলকাতা–৭৮)

স্মৃতির ছোঁয়ায়
লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

আমার হৃদয়ে জড়িয়ে নেই হতাশা
মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হই,
শৈশবের স্মৃতি–জড়িত নদীর কথাকলি
রাতজাগা নক্ষত্রদের ফিরে ফিরে আসা,
আঁধার ভেদ করে মুখ–দেখানো লাজুক চাঁদ
মেঘেরা দিগন্তে বিলীন।
সব কিছু ঠিকঠাক আছে,
ফিরে আসে শুধু বেয়াড়া স্মৃতিরা,
বয়সের দাঁড়ে বসা হলুদ পাখিটা
কথা বলছে অবিরাম ....।

(জাঙ্গীপাড়া, হুগলী)

ভাঙা–গড়া
তীর্থঙ্কর সুমিত

ভাঙছে শহর, ভাঙছে গ্রাম
ভাঙছে প্রেমের রূপকথা
ভাঙছে মাটি ভাঙছে খাঁটি
ভাঙছে এখন চুপকথা।
গড়ছে ভুবন গড়ছে ঠাকুর
গড়ছে প্রাসাদ রাজবাড়ি
গড়ছে সাদা গড়ছে কালো
গড়ছে আবার ভাব–আড়ি।
গড়ছে নতুন, ভাঙছে আবার
ঠিক ভুলেরই কারখানা
ভাঙতে গেলে গড়তে হবে
আছে কি তার নাম জানা?

(মানকুণ্ডু, হুগলী)

বাউল
ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য

রঙ্গমঞ্চে বাউল এলো
গেয়ে গেল সারাবেলা
আবার কখনো অলক্ষ্যেতে
চলেও গেল সাঁঝের বেলা।
কেউ চিনলো সেই বাউলে
কেউ আবার চিনলোও না
কেউ মজলো শুধু রঙ্গ–তামাশায়
ভাবের ঘরেই ঢুকলো না।
বাউ পাগড়ি বেঁধে, জোব্বা পরে
নাচলো–গাইলো রঙ্গেতে
নানান সুরে তত্বকথা
শুনিয়ে গেল সঙ্গীতে
কেউ রইল ডুবে বহিরঙ্গে
কেউ ডুবলো অতলে
কেউ অতল থেকে তুললো মাণিক
কেউ বাঁধলো নুড়ি আঁচলে।
কি নিবি আর কি নিবিনা
এ সংসার–দরিয়ায়
বাউল বলে মজার ছলে
জানবি যদি চলে আয়।

(পূর্ব পুটিয়ারী, কোলকাতা–৯৩)

কামাই
দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

বেলা একটা বাজে আসেনি কো রাঁধুনী,
কালকে এসেই জুড়বে একদফা কাঁদুনী ।
চাপিয়ে দিই ভাতে ভাত
গব্য ঘৃত তার সাথ,
কাল এলে শোনা যাবে মিথ্যের বাঁধুনী
শুনলাম ওষুধেই এনেছিল মহা ঘুম
চার ধারে গোল ছিল, ছিল নাকো নিঃঝুম
ছেলে গিয়েছিল কাজে
বধূ পরিপাটি সাজে
মা–কে ডাকবার কথা ভুলে গেছে বেমালুম

(পানিহাটি, কলকাতা)

উপহার
দত্তা রায়

বিশেষ দিনে উপহার,
সবার মন পেতে চায়।
এক আকাশ হৃদয় নিয়ে,
দিলে আমায় উজাড় করে
গোপন ঘরের দিলাম চাবি,
জানবো শুধু তুমি আমি।
একসাথে পথ দুজনে
গান বেঁধেছি ভুবনে
বিশ্বাস করি তোমাকে,
প্রতিকূলতা ভেঙে দিয়ে
উজান ঠেলে ভাসাবে নাও॥

(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ আলিপুর, দঃ২৪ পরগণা)

একটি অপূর্ব সাধ
গণেশ মালিক

বিশাল বিশ্ব, অন্তহীন এই দিগন্ত
বৈচিত্রের সভা থরে থরে সাজানো
ছুঁয়ে ছুঁয়ে সব দেখবার সাধ হয়
কৈশোরে দেখেছি যেমন ধানের শীষ
তারা আর জোনাকির আলো দেখা আমি
একদিন যখন প্রথম পা রেখেছিলাম
মহানগরের রাজপথে
হঠাৎ দেখলাম আল ঝলমলে শহর রাতে
তখন লোভের আলো জ্বলে ওঠে
নিষ্পাপ দু–চোখে কত না–পাওয়ার বেদনা
বিদ্ধ করে গেল এ বুক।
সীমিত সীমায় ক্লান্ত আমি এক জীবন্ত প্রাণ।
বিরাট পৃথিবীর বৈচিত্রের সভা থরে থরে সাজানো
ছুঁয়ে ছুঁয়ে সব দেখবার সাধ

(শতল, মাখনা, দঃ২৪ পরগণা)

নিষ্ঠুরতা
বিক্রমজিৎ ঘোষ

নিষ্ঠুরতা আজকের পৃথিবীকে
অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে
একটাও তারা নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না
দেখা নেই চন্দ্র–সূর্যেরও
এতটুকু আলো নেই খোলা আকাশে
মলিনতা মুছে গেছে মানুষের মন থেকে
তমসাচ্ছন্ন রাতে আন্ধকারের মাঝে
বিপদ দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে
এই আঁধারে –
সকলেই সকলের কাছে অপরিচিত
তারা শুধু হাতড়াচ্ছে আর ভাবছে
অন্ধকার শেষে
কখন আলো ফুটবে আকাশে।

(রামকৃষ্টপুর, হাওড়া)

সময় নেই
সন্তোষ কুমার সরকার

মা কখনও বলে না সময় নেই –
স্কুল ব্যাগটা গুছিয়ে দিতে
মা কখনো বলে না সময় নেই –
আঁচলে মুখ মুছে দিতে
মা কখনও ভোলে না
টিফিন আর জলের বোতলটা ব্যাগে দিতে
সময় নেই বলে না –
ইস্কুল ফেরৎ বাড়ি এলে খেতে দিতে
শত কাজের মাঝে ও
মা বলে না – সময় নেই।

(যাদবপুর, কলকাতা)

মায়ের সম্মান
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মা যে মোদের সবার ভালো
এই পৃথিবীর দেখায় আলো
মায়ের কাছে প্রথম শেখা বুলি
মা ডাকতে না যেন ভাই ভুলি
মা যে করে লালন পালন
মা ডাকতে ভুলো না মন
মানুষ যারা ভক্তি করে
করে মায়ের সম্মান
অনেকে দেখে না মা–কে
করে কত অপমান
টাকা থাকলেও থাকে না মন
মা–বাবাকে পাঠায় বৃদ্ধাশ্রম।
এ সংসারে মানুষ আছে
এমনি মানুষ কত জন!

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
নিরঞ্জন কুণ্ডু

আজ ভাই ফোঁটা আনন্দের দিন
আমার মন আজ বিষাদে ভরা
গতদিন অনেক প্রহার সহ্য করেছি
সংগ্রহ করেছি আমার কৃষ্ট
সাথে একটু মিষ্টি ও পায়েস
মনের ব্যাথা লুকায়ে রেখেছি
ভাইকে আহ্বান করে দিচ্ছি ফোঁটা
দুই চোখে আসে জল ভরে
মুখে ফুটছে না অব্যক্ত ভাষা
যমের কাছে কামনা ওর দীর্ঘায়ু
আমার জীবনে শিখা না জ্বলুক
ওরা সকলে থাকুক ভালো ।
বুঝতে দিই না অন্তরের ব্যাথা
আনন্দের দিন, করবো না বিষাদ
দুঃখাবসানে আসবে না আলো ?

(বড়গোদা গোদার, পূর্ব মেদিনীপুর)

বিশ্বাস
কানন পোড়ে

খেলা ছেড়ে আসবো না, জিতে আসবো ফিরে
আমার প্রচেষ্টায় থাকলে মন, উদ্দাম গতিতে ছুটে চলে নদী,
বাধা বাঁধন মানে না, সাগরকে করেছে জয়
নিজের উপর বিশ্বাস যেন থাকে
হাজার স্বপ্ন দেখি রাতে, প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে পড়ি
দুর্গম গিরি কান্তার মরু হবো পার
পদ্ম ফুলে শিশির বিন্দু করছে টলমল
ভোর দিয়েছে ডাক, থাকলে পাশে তুমি
করতে পারি জয় 'বিশ্বভূমি'॥

(জোকা, কলকাতা)

ইলা দাস–এর ৩টি অণু কবিতা
১ মানবতার কী দলিল ছিল ?
সে ছিল কোন কালে !
এখন সবাই জড়িয়ে আছে
মারণ ফন্দী জালে ।
২ আরেকটা দৃঢ় সত্যের জন্ম
হল সবুজ বিপ্লবে –
রক্তের দাগ লেগে আছে
যুদ্ধ থেমে গেছে কবে ।
৩ ঘুমোয় চেতনা মোমবাতির নীচে
সহস্র আগুনের শিখা ফিরিয়ে দেবে কি
অষ্টাদশীর যৌবন ?
জেগে থাকে বিবেক, কেবল .....

(পাটুলি, কলকাতা)

"শব্দ" জব্দ
সুকুমার মণ্ডল

এবার পূজোয় পড়ল চোখে হঠাৎ একি কাণ্ড
মায়ের কানে কে গুঁজেছে অজানা এক দণ্ড,
তাকিয়ে দেখি সবার কানে এক–ইজিনিষ গোঁজা
সক্কলেরই কানের ব্যামো, যাচ্ছে না ঠিক বোঝা !
হাবুল বোসের পূজো এটা, ওকে ডেকেশুধোই
দেবীর কানে ওই যে ওটা কি গুঁজেছো ভাই ?
হাবুল এসে বললে হেসেখারাপ কিছু দিইনি
কদিন ধরেই শুনছেন মা মহিষাসুরমর্দিনী
মায়ের এখন বয়েস হয়েছে সহ্য হয় না ডিজে
তার ওপরে ঘোর কোলাহল ঢাকের বাদ্যি বাজে
মুখ ফুটে মা বলেনা কিছুই, লজ্জা পাই যে পাছে
শব্দ দত্যি জব্দ সত্যি কানের প্লাগের কাছে !

প্রয়োজনহীন সময়
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

কেউ কি কখনও কাছে টানে প্রয়োজনহীন মানুষকে?
কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় প্রতি মুহূর্তে তাকে।
আবার প্রয়োজনটা থাকে চায়ের ভাঁড়ের মত,
যখন ছিল যৌবন আর্কষণ ছিল কত প্রয়োজনের তাগিতে,
করতো কত যত্ন খাতির কদর করতো সময়ের প্রক্ষিতে।
ঝড়া পাতার মত অবহেলা সহে সহে
নিজেকে রাখে গুটিয়ে।
কখনও পায় না একটুখানি সহানুভুতি সে ফিরে
আবার প্রিয়জন হারানো শ্মশানের বুকে
নীরব কান্না থাকে হৃদয়ের অলিন্দে।
সে প্রতরণা, হতাশায় মরে, তামাশার বঞ্চনাতে,
নেই কোন ভালবাসার সুখ,
সেখানে জন্ম নিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে কত অসুখ।
কিন্তু কোন জনদরদি মানুষের মিললো না
এ জনমে।
লাভের অঙ্কের প্রশ্নে সবাই ছুটছে জনতার মিছিলে,
রেসের মাঠে ফিরে তাকাবার সময় কোথায় পাবে?
এ জীবন ঘোড় দৌড়ে।

(চেতলা, কলকাতা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)

রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন এবং আমাদের বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা বাঙালির শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনকে মাথায় রেখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নাস্তিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আয়োজিত হল এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র। যে আলোচনা চক্রের মূল বিষয় ছিল সেকালে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর একালে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট বাগ্মী, নাস্তিক্য দর্শনে প্রভাবিত শিক্ষক কণিষ্ক চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই প্রজন্মের চার ছাত্রী স্নেহা, স্নিগ্ধা, জ্যোতি ও রিম্পারা তাদের দৃষ্টিতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। তারপর কণিষ্ক চৌধুরীর দীর্ঘ আলোচনায় তিনি এই সময়ে বিদ্যাসাগর এবং রামমোহনকে স্মরণ করবার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তাত্ত্বিকভাবেই আমাদের সামনে তুলে ধরেন। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে দৃঢ় চেতা ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছেন তা আজকের সময়ে তার অত্যন্ত অভাব উপলব্ধ হয়। ঘরে বাইরে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাদের লড়াইকে সমাজের একাংশ অন্য চোখে দেখলেও তাদের প্রকৃত স্বরূপকে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে সঠিকভাবে তুলে

ধরা না হওয়াই তাদের মূল্যায়ন যথার্থ হওয়ার পথে বাধা। তাই রামমোহন বিদ্যাসাগরকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত করবার প্রয়োজনের কথাও কনিষ্কবাবু তার আলোচনায় তুলে আনেন।

মধ্যমগ্রাম শিল্প সুষমা প্রেক্ষাগৃহে এক মনোরম পরিবেশে এক ঘর শ্রোতৃ মন্ডলীর সামনে আয়োজিত এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষরা। আলোচনার শুরুতেই আয়োজকদের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নাস্তিক মঞ্চের সভাপতি তাপস সেন স্বাগত ভাষণ রাখেন। তারপর রামমোহনের জীবন অবলম্বনে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন জেলা নাস্তিক মঞ্চের সম্পাদক অরিন্দম দে। এর আগেই আজকের দিনের এই দিনের মূল বক্তা কণিষ্ক চৌধুরীকে ব্যাজ পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাস্তিক মঞ্চের জেলা কমিটির সহ–সভাপতি শীলা চক্রবর্তী। তার কণ্ঠে অসাধারণ আবৃত্তি পরিবেশনা আলোচনা সভায় এক অন্য স্বাদ এনে দেয়। সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মনোগ্রোহী আলোচনা সকলকে সমৃদ্ধ করে। উপস্থিত সকলকে ও শিল্প সুষমার ব্যবস্থাপকদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক স্বয়ং। সার্বিক এই অনুষ্ঠানের অন্যতম কৃতিত্বের দাবিদার ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে নাস্তিক মঞ্চের এই আলোচনা সভাকে সমৃদ্ধ করেছেন যিনি তিনি জেলা নাস্তিক মঞ্চের অন্যতম সদস্য শংকর ঘোষ। তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। জেলা নাস্তিক মঞ্চের এই উদ্যোগ রাজ্য কমিটির মাধ্যমেও সমাদৃত হয়।

শারদীয়া প্রতিবেশী পত্রিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিকক্ষে 'প্রতিবেশী' শারদীয়ার সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গোবরডাঙ্গা লেখক শিল্পী–সংসদের মুখপাত্র উক্ত প্রতিবেশী পত্রিকার উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক আজিজুর রহমান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, ড. সুনীল বিশ্বাস। দুই সংবর্ধনা প্রাপক বিজ্ঞান লেখক ও পরিবেশবিদ দীপক কুমার দাঁ এবং নদী গবেষক ও সমাজসেবী সুকুমার মিত্র সহ ড. অমৃতলাল বিশ্বাস, কালীপদ সরকার, শ্রীশঙ্কর, সুরঞ্জন প্রামাণিক, দীপক মিত্র, গোবিন্দলাল মজুমদার প্রমূখ। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন দীপক কুমার দাঁ, স্বপন কুমার বালা প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন কবিতা বিশ্বাস। সংবর্ধনা প্রাপক সুকুমার মিত্র ও দীপক কুমার দাঁকে পুষ্প, ব্যাজ ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে মধুমিতা কর্মকার। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী প্রবীর কুমার হালদার। স্বাগত ভাষণে প্রতিবেশী পত্রিকার সম্পাদক ও সঞ্চালক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলে, 'প্রতিবেশী' পত্রিকা ১৯৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময় ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সেই খবর শুনে একটি 'আশীর্বাদী' পাঠিয়েছিলেন, সেটি আজও সম্মানের সহিত ছাপা হয়। মাঝে কয়েক বছর বন্ধ ছিল। বর্তমান নবপর্যায়ে হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে এছাড়া তিনি বলেন, যে বর্তমানে সাহিত্যের অঙ্গনে কিছু ফড়ে ঢুকেছে। এরা পত্রিকাকে শিখণ্ডী করে মনীষীদের নামে পুরস্কার ঘোষণা করে টাকার বিনিময়ে সংবর্ধনা দিচ্ছে। এতে প্রকৃত সাহিত্যের ক্ষতি হচ্ছে। সুকুমার মিত্র সম্পর্কে বলেন দীপকবাবু এবং দীপক বাবু সম্পর্কে বলেন ডঃ সুনীল বিশ্বাস। স্বরচিত কবিতা পাঠ অংশ নেন কবি তারাশঙ্কর আচার্য্য, সুনীল গোলদার, গৌরাঙ্গ দাস, অর্চনা দে বিশ্বাস, কাকলি রায় প্রমূখ এবং আবৃত্তিতে দিশা বিশ্বাস প্রশংসনীয়। সঞ্চালক ছিলেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

'শরৎশঙ্করী' পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ সেপ্টেম্বর বানিপুর বেসিক দাস গভ: মাল্টিপারপাস স্কুলে কবি শর্মিলা পালের সম্পাদনায় 'শরৎশঙ্করী' ৬ বর্ষ প্রথম শারদীয়া সংখ্যা উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন সভাপতি গৌরাঙ্গ দাস, সাহিত্যিক অরণ্যক বসু, সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ডা: মানস দাস, সাহিত্যিক ডা. সিরাজুল ইসলাম ঢালী, অরবিন্দ দাস প্রমুখ। বক্তব্যে অরণ্যকবাবু বলেন, যে শর্মিলা তার বাবা–মায়ের নামে পত্রিকা প্রকাশ করছে জেনে আমার খুব ভালো লাগলো। বর্তমানে অনেকে বাবা–মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে দেয়। শর্মিলার এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

বাসুদেববাবু বলেন, শর্মিলার বাবা শরৎবাবু ছিলেন আমার মাস্টারমশাই। এছাড়া শর্মিলা ঘটকের কাজ করেছে পত্রিকার মাধ্যমে। তার ডাকে বহু কবি সাহিত্যিক এসেছে এখানে। লেখালেখির সূত্রে ৯০ দশকে সিরাজুল ইসলামবাবু সাথে আমার পরিচয়। একবার সেই সময় বারুইপুর হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। প্রায় ৩০ বছর পরে তার সাথে আবার যোগাযোগের ঘটক শর্মিলা। গৌরাঙ্গবাবু সহ মানসবাবুর শেষে কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি প্রদীপ মিস্ত্রি, রাজু সরকার, শঙ্কর মল্লিক, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব সেন, টুলু সেন, অর্চনা দে বিশ্বাস, সুদিন গোলদার প্রমুখ। সঞ্চালনায় শর্মিলা দাস প্রশংসনীয়।

মহালয়ার পূণ্যলগ্নে প্রকাশিত 'সাঁঝবাতি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ সেপ্টেম্বর শুভ মহালয়ার পূর্ণ্যদিনে হাবড়া কেষ্টপুর মিলন সংঘ ক্লাবের দ্বিতলে স্বপন চক্রবর্তী সম্পাদিত পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি দীপক কুমার দাঁ, সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, কবি গৌরাঙ্গ দাস, সাহিত্যিক শৈলেন সরকার, সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী ও সঞ্চালক সাহিত্যিক বিষ্ণু সরকার। অতিথিদের ফুল ও উত্তরীয় ইত্যাদি দিয়ে বরণ করে চিত্রলেখা চ্যাটার্জী। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন পূর্ণিমা ব্যানার্জি। স্বাগত ভাষণে স্বপনবাবু বলেন, অনেকদিন থেকে একটি সাহিত্যিক পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নানা অসুবিধার কারণে হয়ে উঠছিল না, এতদিন পরে সাজ বাদে প্রকাশ হওয়ায় তৃপ্তি

বোধ করছি। এছাড়া এর নামকরণ করেন পূর্ণিমা ব্যানার্জি। বাসুদেববাবু বলেন, এই জায়গার নাম কেষ্টপুর হল কেন? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার কেউ কেউ বলেন যে এখানে প্রচুর কৈ মাছ পাওয়া যেত, তা থেকে কৈপুকুর নাম হয়েছে। কিন্তু সঠিক ইতিহাস জানা দরকার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরা দরকার বলে মনে করি। গৌরাঙ্গবাবু স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ঋতুপর্ণা বিশ্বাস। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাস, বিপ্লব চক্রবর্তী, শর্মিলা পাল, টুলু সেন, বাসুদেব সেন, ডা. মানষ দাস প্রমুখ। ক্লাবের সভাপতি সুপ্রিয় সরকার এবং বাপি মণ্ডল। এলাকায় নানা তথ্য তুলে ধরেন এবং সমাধানের জন্য সকলকে এগিয়ে আসার কথা বলেন বক্তব্য রাখেন শৈলেন সরকার এবং সভাপতি দীপক কুমার দাঁ এর বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সঞ্চালনায় বিষ্ণু সরকার প্রশংসনীয়।

শিবায়ন কাব্য রচনার ৪০০ বর্ষপূর্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ অক্টোবর রসপুর রায়পাড়ার কবির জন্মভিটায় হাওড়ার আমতার রসপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবিচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ রায় বিরচিত শিবায়ন কাব্য রচনার ৪০০ বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপিত হয়। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি ও রসপুর রায়পাড়া মাতৃভান্ডারের যৌথ উদ্যোগে রাধাকান্ত জীউ নাটমন্দিরে এই অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন লেখক ও সমাজসেবী মুস্তাক আলি মণ্ডল, সংগঠক এবং সঞ্চালক অতনু মণ্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কবির বংশধরগণ এবং অন্যান্য এলাকাবাসীগণ। অনুষ্ঠানে শিবায়ন কাব্যের কয়েকটি পঙক্তি উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় উপস্থাপিত করেন শিল্পী শ্রাবণী বসু ও বভ্রবি বেরা। এরপর কবির বংশধরেরা ও উপস্থিত সকল শ্রোতারা মিলে শিবায়ন কাব্যগ্রন্থটির উপর পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কবির অন্যতম বংশধর পিনাকী রায়। বক্তা অসীম কুমার মিত্র, মুস্তাক আলি মণ্ডল, অতনু মণ্ডল, পিনাকী রায় ও প্রত্যয় রায়ের শিবায়ন কাব্যের উপর অসাধারণ তথ্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। পরিশেষে পল্লবী রায় ও প্রত্যয় রায়ের শিবায়ন অবলম্বনে মনমুগ্ধকর শ্রুতি আলেখ্য অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বাওয়ালীতে জলসাঘরের বাংলা সঙ্গীত মেলা ২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাওয়ালী জলসাঘরের উদ্যোগে গত রবিবার ১২ অক্টোবর, ২০২৫ বাওয়ালী সত্যপীরতলায় তপন আর্ট স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল সারাদিনব্যাপী বাংলা সঙ্গীত মেলা। উল্লেখ্য যে, এই নিয়ে বাংলা সংগীত মেলা ২০তম বর্ষে পদার্পন করেছে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির ডালি নিয়ে প্রায় ৭৪ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন ডোঙ্গারিয়া রামকৃষ্ণ গায়িত্রী আশ্রমের সম্মানীয়া মা মুনমুন রায়, এছাড়া সম্মানীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদের কাবড়ী এবং শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী। এই বছর জলসাঘরের পক্ষ থেকে বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিক্ষক কোকেন্দ্রনাথ পাত্র এবং তবলা শিল্পী নারায়ণ চন্দ্র খাঁড়াকে জীবনকৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বপন কুমার মান্না, ভাগ্যধর মণ্ডল, রাজকুমার বর, অসীম সাঁতরা প্রমুখ কবি–সাহিত্যিক তাদের কবিতা উপস্থাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পর্যায়ক্রমে বসন্ত পরামানিক, শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলি, গৌতম বাঙাল ও অনিতা অধিকারী সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন, অরুন চক্রবর্তী, রামচন্দ্র মণ্ডল, মানস নস্কর প্রমুখ সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠান সম্পাদনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন, জলসাঘরের সাধারণ সম্পাদক রামচন্দ্র খাঁড়া বলেন, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারের লক্ষ্যে এবং ছোট ছোট শিল্পীদের মধ্যে নতুন প্রতিভা অন্বেষণ করার মঞ্চ তৈরি করে দেওয়াই জলসাঘরের উদ্দেশ্য, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি তপন দাসকে কৃতজ্ঞতা জানান, এছাড়াও জলসাঘরের একনিষ্ঠ কর্মী পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ তপন গায়েন, প্রভাস মাজি, কিশোরী মোহন পাড়ুই, বাবলু খাঁড়া, তারকনাথ পাঁজা সহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী, স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের ও সাহায্যের জন্য সকল অতিথি ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান।

আতশ কাচে

হকিতে ভারত–পাক

মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুতে সুলতান অফ জোহোর কাপ ২০২৫ হকিতে তামান দায়া হকি স্টেডিয়ামে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হকি ম্যাচ ৩–৩ গোলে ড্র হয়। এর আগে, ভারতের জুনিয়র দল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ৩–২ এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪–২ গোলে জয়লাভ করে।

ম্যাথিউ ব্রোঞ্জ পদক

মিশরের কায়রোতে প্যারা পাওয়ারলিফটিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫–এ ভারতের প্যারা পাওয়ার লিফটার জোবি ম্যাথিউ ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। ম্যাথিউ ৬৫ কেজি লিজেন্ড বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট ৩০০ কেজি উত্তোলন করেন। ২০২৩ সালের দুবাইতে ব্রোঞ্জ পদকের পর এটা জোবি ম্যাথিউয়ের দ্বিতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদক।

স্মৃতির রেকর্ড

ভারতের স্মৃতি মান্ধানা মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ও কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসেবে ৫ হাজার রান করার নজির গড়েছেন। বিশাখাপত্তনমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে এই নজির গড়েন স্মৃতি। ২৯ বছর বয়সী স্মৃতি ১১২ টি একদিনের ম্যাচে, ৫৫৬৯ বল খেলে ৫ হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শ করেছেন। এর মধ্যে ১৩ টি শতরান ও ৩৩ টি অর্ধশত রান রয়েছে। মিথালি রাজের পর ভারতের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ৫ হাজার রান করার রেকর্ড করেছেন মান্ধানা।

আনন্দের হার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুই চেস ক্লাবে ক্লাচ কেস : দ্য লেজেন্ডস প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার প্রবাদ প্রতিম দাবাড়ু ও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভ, ভারতীয় কিংবদন্তি দাবাড়ু ও ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে পরাজিত করে খেতাব জিতেছেন। উল্লেখ্য, ২ প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এই প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩০ বছর পর একে ওপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

ব্রোঞ্জেই ইতিহাস

ভারত ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড জুনিয়র মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। গুয়াহাটির ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেনসে আজ সেমিফাইনালে ভারত ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৩৫–৪৫, ২১–৪৫ গেমে পরাজিত হয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপে এই প্রথম পদক জিতলো ভারত।

অমন নির্বাসিত

অনুমোদনের থেকে অতিরিক্ত ওজন রাখার জন্য প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতের কুস্তিবীদ অমন শেরাওয়াতের উপর ১ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারতের কুস্তি ফেডারেশন। এই প্রথম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ভারতের কুস্তি ফেডারেশন কোনো অলিম্পিক পদক জয়ীকে নির্বাসিত করলো।

স্বস্তিতে এআইএফএফ

ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নতুন সংবিধানকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংবিধান পাশ হওয়ার ফলে ফিফার যে ব্যানের আশঙ্কা ছিল, তা এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু তারপরও সংবিধানের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে উত্তর মেলেনি।

অভিনব সম্মান

ওয়াইএস. রাজশেখর রেড্ডি এসিএ–ভিডিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ এবং রবি কল্পনাকে বিশেষ সম্মান জানানো হল। অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের দুই কিংবদন্তির সম্মানে এসিএ– ভিডিসিএ স্টেডিয়ামে তাঁদের নামে স্ট্যান্ডের নামকরণ উন্মোচিত হল। উপস্থিত ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। মিতালি রাজের নামে স্ট্যান্ড এবং উইকেট রক্ষক রবি কল্পনার নামে গেট উদ্বোধন করা হল।

সস্তা হচ্ছে ইডেনের টিকিট

সুমনা মণ্ডল: শীতের আবহে শহরে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটের আসর। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগামী মাসে ঘরের মাঠে দু"ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে শুভমন গিলের ভারত। যার প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। ৬ বছর পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ স্মরণীয় রাখতে বড় সিদ্ধান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সিএবির নয়া কার্যকরী কমিটির। দৈনিক ৬০ টাকায় ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দেখতে পারবেন অনুরাগীরা। নয়া কমিটির বৈঠকে তেমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪–১৮ নভেম্বর। বহুদিন পরে ইডেনে টেস্ট ম্যাচ। তার উপর প্রতিপক্ষ ডব্লিউটিসির ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ফলত প্রোটিয়াদের ভারত সফরের প্রথম টেস্ট ঘিরে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাহীন ভারতের তরুণ টেস্ট দল প্রথমবার খেলবে ক্রিকেটের নন্দনকাননে। নতুন প্রজন্মের ভারতীয় দলকে চোখের সামনে দেখতে মুখিয়ে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিলেত সফরে ভালো পারফরম্যান্স করার পরে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু"ম্যাচের টেস্ট সিরিজে স্টিমরোলার চালাচ্ছে ভারতীয় দল।

ফলত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ নিয়ে বাড়তি আগ্রহ থাকবেই। আর সেই আগ্রহে টিকিটের দাম যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না–করে, তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। নয়া প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটির প্রথম বৈঠকে স্থির হয়েছে আসন্ন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের টিকিটের দাম। যেখানে টিকিটের দাম ভাগ করা হয়েছে ৪টি স্তরে। ন্যূনতম টিকিটের দাম ৩০০ টাকা। পরবর্তীতে বাকি তিন স্তরে টিকিটের দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে ৭৫০, ১০০০ ও ১২৫০ টাকা। টেস্ট ম্যাচের পুরনো মেজাজ ফেরানোর লক্ষ্যে সিএটি। বিশেষ করে টেস্ট ম্যাচ দেখতে দর্শকদের মাঠমুখী করতে ন্যূনতম দৈনিক টিকিটের দাম ৬০ টাকা রাখা হয়েছে। বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আশাবাদী যে দর্শকরা মাঠ ভরাবেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রাখছেন তাঁরা।

'রঞ্জি পারলে ওয়ানডে কেন খেলতে পারব না': শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ানডে বা টি–২০ সিরিজের জন্য দলে রাখা হয়নি ভারতীয় পেসার মহম্মদ শামিকে। সেই বিষয়ে মুখ খুললেন ক্রিকেটার নিজেই। আক্রমণ করলেন টিম ম্যানেজমেন্টকে। শোনা গিয়েছিল শামি ফিট নন। তাঁর চোট রয়েছে। সেই কারণে আগের মতো সমান দক্ষতায় বল করতে পারছেন না। তবে তাঁর ফিটনেস নিয়ে যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে তিনি সাফ জানান, আমি ফিট। ম্যাচের জন্য প্রস্তুত। দাবি করেন, আমি যদি ৪ দিনের রঞ্জি ট্রফি খেলতে পারি তাহলে একদিনের ৫০ ওভারের ম্যাচ কেন খেলতে পারবেন না? জাতীয় দলে তিনি থাকার মতো ফিট, সেটাও সাফ জানিয়ে দিলাম। নিজের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, ভারতীয় দলের কেউ আমার সঙ্গে ফিটনেস নিয়ে কথা বলেনি। আমি নিজে থেকে জানাইনি। জানাবও না। ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলব। আমি যদি ৪ দিনের ক্রিকেট

খেলতে পারি তাহলে ৫০ ওভারের ক্রিকেট কেন খেলতে পারব না? যদি ফিট না থাকতাম তাহলে

এনসিএতে থাকতাম। এখানে রঞ্জি খেলতাম না। যদিও ভারতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার জানিয়েছিলেন, শামিকে নিয়ে আমার কাছে কোনও আপডেট নেই। উনি দলীপ ট্রফিতে খেলেছেন। কিন্তু গত ২–৩ বছরে বেশি ক্রিকেট খেলেননি। বাংলার হয়ে দলীয় একটি ম্যাচ খেলেছেন। একজন পারফর্মার হিসেবে শামি অসাধারণ। ওঁর দক্ষতা সম্পর্কে সবাই অবগত। তবে তাঁকে আরও ক্রিকেট খেলতে হবে। ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির ফাইনালে শেষবার জাতীয় দলে খেলেছিলেন শামি। তারপর থেকে আর কোনও ফর্ম্যাটে চান্স পাননি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন তিনি। তবে পরের দুই ম্যাচে উইকেট পাননি। সেমিফাইনালে যদিও ৩ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। ফাইনালেও খালি হাতে ফিরতে হয়নি তাঁকে।

এক সিরিজে হল এক ডজন রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেকর্ডের পর রেকর্ড। দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু' টেস্টের সিরিজেও রেকর্ডের ছড়াছড়ি। ভারতীয় ক্রিকেটাররা ব্যক্তিগত নজির গড়েছেন মোট ১০টি। তার মধ্যে অধিনায়ক শুভমন গিল একারই ৭টি। ভারত দলগতভাবেও এক জোড়া নজির গড়েছে। সব মিলিয়ে এক ডজন!

১। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সর্বোচ্চ রান শুভমন গিলের (২৮৩৯)।

২। অধিনায়ক হিসেবে ১৭টি ইনিংসে ১০০০ রানের মাইলফলকে শুভমন গিল।

৩। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ১০টি শতরান শুভমানের। যা ভারতীয় রেকর্ড।

৪। এক ক্যালেন্ডার বছরে অধিনায়ক হিসেবে ৫ শতরান করেছেন গিল। করেছেন ভারতীয় রেকর্ড স্পর্শ।

৫। অধিনায়ক হিসেবে দিল্লি টেস্টে পঞ্চম টেস্ট শতরান করেছেন গিল। ছুঁয়ে ফেলেছেন সৌরভ, ধোনি ও পতৌদিকে।

৬। ঘরের মাঠে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্টে অর্ধশতরান শুভমন গিলের। ছুঁয়েছেন সুনীল গাভাসকারকে।

৭। টেস্টে মোট ৮০টি ছয় হয়ে গেল রবীন্দ্র জাদেজার। টপকে গেলেন ধোনিকে (৭৮)।

৮। ওপেনার হিসেবে ১০ নম্বর শতরান হয়ে গেল লোকেশ রাহুলের। টপকে গেলেন রোহিত ও গম্ভীরকে (৯)

৯। টেস্টে যশস্বীর ৫ ইনিংসে ১৫০ বা তার বেশি রান। এই শতাব্দীতে ২৩ বছর বয়সি হিসেবে প্রথম।

১০। ৫ম বার ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন কুলদীপ যাদব। ১৫টি টেস্টে যা একটি রেকর্ড।

১১। প্রথম টেস্টে ইনিংস এবং ১৪০ রানে জয়। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম।

১২। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতের প্রথম ৫ জুটিতেই ৫০ বা তার বেশি রান। ৬৪ বছর ১০ মাস পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম।

প্রয়াত ক্রোমার বাঙালি স্ত্রী পূজা দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আচমকা প্রয়াত আনসুমানা ক্রোমার স্ত্রী পূজা দত্ত। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ক্রোমার বাঙালি স্ত্রী। কিন্তু মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। কয়েকদিন আগেই মাকে হারান লাইবেরিয়ার ফুটবলার। এবার চলে গেলেন স্ত্রী। রেখে গেলেন দুই সন্তানকে। তারমধ্যে একজন সদ্যোজাত। মাত্র দু"মাস বয়স। অন্য সন্তানের বয়স ছয় বছর। মৃত্যুকালে পাশে পাননি ফুটবলার স্বামীকে। ব্যক্তিগত কাজে দেশে ফিরে গিয়েছেন ক্রোমা। পরের মাসে ফেরার কথা। তার আগেই এই মর্মান্তিক ঘটনা। কলকাতায় খেলতে খেলতেই আলাপ শহরেরই মেয়ে পূজার সঙ্গে। বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে। ২০১৯ সালে সম্পর্ক পরিণতি পায়। বাঙালি স্ত্রীর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন ক্রোমা। কলকাতায় ঘটা করে বিয়ের অনুষ্ঠানও করেন। তারপর ক্রোমার সঙ্গে লাইবেরিয়ায় যান পূজা। তবে মূলত দু"জন কলকাতায় থাকতেন। এক সন্তানকে নিয়ে সুখেই চলছিল দাম্পত্য জীবন। মাস দুয়েক আগে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন পূজা। প্রত্যেক বিবাহ বার্ষিকীতে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করতেন ক্রোমা। কিন্তু মাত্র ছয় বছরের মাথায় যে তাঁদের গাঁটছড়া ভেঙে যাবে কে জানত!

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে রোহিত–কোহলিকে!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন দেখছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন। কিন্তু তারপর আর কতদিন ভারতের জার্সিতে খেলবেন, তার নিশ্চয়তা নেই।

জানা গেছে, বোর্ড চাইছে ঘরোয়া ক্রিকেটে মন দিক রোহিত ও কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ রয়েছে ভারতের। তারপর নিউজিল্যান্ড সিরিজ। সেই দুই সিরিজের মাঝে ১ মাসের বেশি সময় রয়েছে। সেই সময় চলবে বিজয় হাজারে ট্রফি। সেখানেই খেলতে হবে রোহিত ও কোহলিকে।

ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ফিট থাকলে ও খেলার সুযোগ থাকলে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। রোহিত, কোহলিকেও সেটাই করতে হবে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বোর্ডের এক কর্তা বলেন, ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ওয়ানডে ম্যাচ। নিউজিল্যান্ড সিরিজ শুরু ১১ জানুয়ারি। মাঝে ৫ সপ্তাহ ফাঁকা। এই সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে রোহিত, কোহলিকে। ওই কর্তা বলেন, বিজয় হাজরে শুরু হচ্ছে ২৪ ডিসেম্বর। ভারতের দুই সিরিজ়ের মাঝে বিজয় হাজারের ছ'টা ম্যাচ হবে। তার মধ্যে অন্তত তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে রোহিতকে। কোহলিকেও সেটাই করতে হবে। তবেই বিশ্বকাপের জন্য ওদের নাম ভাবা হবে। এর আগেও ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রায় জোর করে খেলানো হয়েছিল রোহিত ও কোহলিকে। গম্ভীরের নির্দেশের পর গত মরসুমে একটি করে রঞ্জি খেলেছিলেন দুজনে। এবার ওয়ানডে দলে জায়গা ধরে রাখার জন্যেও একই শর্ত মানতে হবে ভারতের দুই ক্রিকেটারকে। এখন দেখার, বোর্ডের কথা মেনে বিজয় হাজারেতে রোহিত–কোহলিকে দেখা যায় কিনা।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির শ্রেষ্ঠ খেলা ফুটবল খেলা। যা দিনের দিন প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মোবাইল ফোনে যুব সম্প্রদায়ের আসক্ত মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়ে চলেছে যেখানে যুব সম্প্রদায়ের মাঠমুখি হওয়ার কথা তথা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় মনোনিবেশ করার সময় তখন মোবাইল হাতে দলবদ্ধ ভাবে আসর বসিয়ে মারণ গেমের নেশায় বুঁদ। অনেকেই মোবাইলে গেম খেলে টাকা জিতছে পরক্ষণেই ঋণের অবসাদে আত্মঘাতী হচ্ছে যা যুবসমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে। সেইসমস্ত নেশা কাটিয়ে সুস্থ জীবনধারণের লক্ষ্যে যুবসমাজকে মাঠমুখী করে তুলতে তিনদিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় খয়রাসোল ব্লকের থামতাড়া খান স্পোর্টিং যুবক বৃন্দের উদ্যোগে। ঝাড়খণ্ড, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। ১১ অক্টোবর খেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কাঞ্চন দে। ১৩ অক্টোবর আগস্ট চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় সাদিয়া–রাহাত নাইন স্টার থামতাড়া বনাম এসবিএ লোকপুর একাদশ। টানটান উত্তেজনার মধ্যে ২–০ গোলের ব্যবধানে এসবিএ লোকপুর একাদশ বিজয়ী ঘোষিত হয়। বিজয়ী দলের হাতে ৩০,০০০ টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলের হাতে ২০,০০০ টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, ম্যান অফ দ্যা সিরিজ এবং শ্রেষ্ঠ গোলকিপার হিসেবে চিহ্নিত খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। ফাইনালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলাপরিষদের সদস্যা কামেলা বিবি, শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী, লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সোমনাথ ধীবর, বিদ্যালয়ের সভাপতি শেখ মনি, সমাজসেবী দীপক শীল, খেলার মাঠের জমিদাতা আকবর আহমেদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

ঘরের মাঠে ক্যালিপসো বধ, অধিনায়ক শুভমনের প্রথম সিরিজ জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যাশিতই ছিল পঞ্চম দিন কী হতে চলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের দুই ম্যাচের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ ২–০ তে জিতে নিতে সময় লাগল সামান্যই। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারত ৭ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল। ম্যাচ জয়ের জন্য ১২১ রানের লক্ষ্যে ১ উইকেটে ৬৩ রান হাতে নিয়ে পঞ্চম দিনে খেলতে নেমে, ভারত প্রথম সেশনেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কে এল রাহুল ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন, সাই সুদর্শন করেন ৩৯ রান। অধিনায়ক শুভমন ফেরেন ১৩ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রস্টন চেজ দুই উইকেট নিয়েছেন। তাতেই অধিনায়ক শুভমন গিল টেস্টে পেলেন প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ।

ভারত প্রথম ইনিংসে জোড়া সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৫১৮ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেয়। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে ২৪৮ রান তুলে অলআউট হয়ে গেলে, ফলো অনে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। তাতেই দ্বিতীয় ইনিংসে জোড়া সেঞ্চুরিতে ৩৯০ রান তোলে ক্যারিবিয়ানরা। জয়ের জন্য ভারতকে ১২১ রানের টার্গেট দেন রস্টন চেজরা। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৩ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয়। কুলদীপ যাদব ম্যাচের সেরা, রবীন্দ্র জাদেজা সিরিজের সেরা হয়েছেন। উল্লেখ্য, আহমেদাবাদে প্রথম টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ১৪০ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করেছিল। প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে জিতেছিল ভারত। দ্বিতীয় টেস্ট জিততে লাগল চার দিন ও পঞ্চম দিনের এক ঘণ্টা। এই নিয়ে ২০০২ থেকে ২০২৫, ক্যারিবিয়ানদের টানা দশটি

টেস্ট সিরিজে হারাল ভারত। কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টানা সর্বাধিক সিরিজ জয়ের নজিরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছুঁয়ে ফেলল তাঁরা। ১৯৯৮–২০২৪ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই টানা ১০টি টেস্ট সিরিজ জয়ের নজির ছিল প্রোটিয়াদের।

তবে এই জয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারতের অবস্থান বদলাল না। সিরিজের শুরুতে ক্রমতালিকায় তিন নম্বরে ছিলেন শুভমানরা। দুই ম্যাচ জেতার পরেও ভারত রয়েছে ডব্লুটিসি পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানেই। সবচেয়ে সফল বোলার কুলদীপ যাদব, তাঁর ঝুলিতে ১২ উইকেট। সবচেয়ে বেশি ২১৯ রান করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। এই সিরিজের পরেই ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে। তার আগে দেশের মাটিতে এই সিরিজে সহজ জয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগামী মাসে ঘরের মাঠে টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত।

তরুণ প্রজন্মের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাবনে উদ্বেগ বাড়ছে ক্রীড়াক্ষেত্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি : তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাবন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যার কারণে মানবসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একইসঙ্গে উদ্বেগ বাড়ছে ক্রীড়াক্ষেত্রেও। চিকিৎসক সহ ক্রীড়াবিদদের অভিমত, এই জটিল পরিস্থিতির পরিবর্তনে এখনই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব না হলে অদূরভবিষ্যতে তরুণ প্রজন্ম কার্যত মুখ থুবড়ে পড়বে। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, বিশ্বজুড়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে ইদানীং অসংখ্য তরুণ প্রজন্মের অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই দেশ এই রাজ্যও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। চলতি সপ্তাহেই উত্তরপ্রদেশের মেরঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা চলাকালীন এক উদীয়মান তরুণ ক্রিকেটার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিছুদিন আগে রাজস্থানের একটি ক্রীড়াক্ষেত্রেও এধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তিলোত্তমা শহর কলকাতার বুকেও একাধিকবার তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের অকালমৃত্যুর ঘটনার কথা অনেকেরই অজানা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে। তবে, এধরনের মর্মান্তিক ঘটনার ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে ক্রীড়া মহল এব্যাপারে যথেষ্টই উদ্বিগ্ন। ক্রীড়া মহলের মতে, তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ প্রতিনিয়ত ঘোরতর অনিয়ম এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকে আঁকড়ে ধরছে। খেলাধুলার পাঠ নিতে এসে অনেকেই ক্ষতিকারক নেশার কবলে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং যার সরাসরি কুপ্রভাব পড়ছে তাদের শরীর জুড়ে। ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু করে ফুসফুস, লিভার, কিডনি, মুখমণ্ডল সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একজন খেলোয়াড়ের কাছে প্রধান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত

হয় তার দম অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণবর্জনের সর্বাধিক ক্ষমতা এবং এজন্য শরীরকে সুস্থ সবল রাখতেই হয়। কিন্তু, প্রতিনিয়ত অনিয়ম তথা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত শরীরের কারণে অনেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার পথে এমনকি, অকালমৃত্যুকে ডেকে আনছে। এভাবেই একেকটি উজ্জ্বল প্রতিভা অকালেই হারিয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্র। পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে খেলাধুলার একটা পরিবেশ বরাবরই পরিলক্ষিত হয়। এখান থেকে খেলাধুলার জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিকবার ইতিহাসও রচিত হয়েছে। এই জেলার সীমান্তবর্তী প্রাচীন শহর কালনার তরুণী সাঁতারু সায়নী দাস বিশ্বব্যাপী ওপেন ওয়াটার সুইমিংয়ে এশিয়ার মধ্যে শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এখানকার ছেলেমেয়েদের ক্রীড়াক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কালনা শহরের বুকে অনেকদিন আগেই গড়ে উঠেছে এস কে এম স্পোর্টস ফাউন্ডেশন। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এবং ক্রীড়া অনুরাগী সুশীল কুমার মিশ্র'র ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত এই সংস্থায় দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন প্রবীণ ক্রীড়াবিদ তথা মাস্টার্স অ্যাথলিট রাধেশ্যাম দাস, বিশিষ্ট কোচ নাজিমুদ্দিন মণ্ডল প্রমুখ। তাঁদের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য ছেলেমেয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের এত বড়ো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলা রাধেশ্যামবাবুও কিন্তু তরুণ প্রজন্মের অধঃপতনে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, অনেকেই ইনডিসিপ্লিনড। তারা নানারকম নেশায় জড়িয়ে গিয়ে নিজের শরীরের ক্ষতি করছে। অনেক জায়গায় এই নেশায় দুষ্ট কোচেদেরও একাংশ–এর ফলে ক্রীড়াক্ষেত্রের অনেকেই অল্প বয়সেই হৃদরোগ সহ নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এমনকি অনেকের অকালমৃত্যু ঘটছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে এ তো রীতিমতো উদ্বেগের বিষয়। তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে একইভাবে উদ্বিগ্ন চিকিৎসক সমাজও। এই জেলার দাঁইহাট শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সৌরভ মাইতি বলেন, এখন শিশুদের মধ্যে নিউরোলজিক্যাল সমস্যাগুলি বেশি হচ্ছে। এগুলি আগে চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবা–মায়ের উচ্চাকাঙ্খা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে নিয়ে যেকোনও মানসিক প্রেসার এবং ট্রেসও কিন্তু ছেলেমেয়েদের হার্টের পক্ষেও অত্যন্ত খারাপ। এসময় ছেলেমেয়েদের মানসিক স্থিতিলাভের জন্য নিয়মিত কাউন্সেলিং অবশ্যই প্রয়োজন। সময় এসেছে সকলকে নিয়ে এগুলি নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করার। না হলে কিন্তু, ৩০–৪০বছর পর যেযুগটি আসবে সেটা কিন্তু কল্পনা করলেও ভয়ে মানুষকে শিউড়ে উঠতে হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com